Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাবেদ হোসেন

রোলঃ 216011107

১৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাবেদ হোসেন

রোলঃ 216011107

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জাবেদ হোসেন, আইডিঃ 216011107 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Jabed

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৯ মে, ২০২৪ ইং

জাবেদ হোসেন

আইডিঃ 216011107

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

Contents

ভূমিকা

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই, আমরা একমাত্র তারই প্রশংসা করি, তার কাছেই সাহায্য চাই, তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নিজেদের অনিষ্ট ও আমাদের কর্মসমূহের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। [সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১০২]

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ০১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে [সূরা আল আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১]

অতঃপর, সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াত। আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন করা। আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই বিদআত আর প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কতক লোক আহলে কুরআন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তেলাওয়াতকারীগণ আহলে কুরআন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।”[১]

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إن لله أهلينَ من الناس.

‘নিশ্চয়ই মানুষদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর ‘আহল’ (অর্থাৎ আল্লাহর বিশেষ ব্যক্তি)।’ সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন-

يا رسول الله من هم؟

‘হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

هم أهل القرآن، أهل الله وخاصّته

‘তারা আহলুল কুরআন, কুরআনওয়ালা। তারাই আল্লাহর ‘আহল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠজন।’[২]

অর্থাৎ যারা কুরআন মুখস্থ করে ও অর্থ অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে তারাই মূলত আহলে কুরআন। উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মানাভী বলেন, ‘অর্থাৎ কুরআনের হাফেযগণ এবং তদনুযায়ী আমলকারী আল্লাহর ওলীগণ।’[৩]

অতঃপর সর্বশ্রেষ্ঠ আহলে কুরআন হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এরপর তার অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। কিন্তু একদল লোকে আছে যারা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের ‘আহলে কুরআন’ দাবি করে।

আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যৎবাণী

মিকদাম ইবন মাদীকারিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

"সাবধান, আমাকে কিতাব দেয়া হয়েছে, সাবধান, অচিরেই এমন লোক পাওয়া যাবে, যে তার খাটের উপর উদরপূর্তি করে বসে বলবে, তোমরা এ কুরআন গ্রহণ করো, এখানে যা হালাল পাও তা হালাল কর, এখানে যা হারাম পাও তা হারাম কর। সাবধান, তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল হবে না। অনুরূপ হিংস্র প্রাণীদের মধ্যকার দাঁত দিয়ে শিকারকারীগুলোও হালাল হবে না। কোনো অঙ্গীকারাবদ্ধ কারও পড়ে থাকা সম্পদও নয়, তবে যদি লোকটি তা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায় সেটা ভিন্ন।..."[৪]

হাসান ইবন জাবের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিকদাম ইবন মাদীকারিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

حَرمَ رَسولُ الله يومَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ثم قَالَ يُوشِكُ أَحَدُكُم أَن يُكَذِّبَنِي وهو مُتكي يحدث بحديثي فيقولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم كِتَابُ الله فما وَجَدْنَا فِيهِ مِن حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنا فيه من حرام حَرَّمْنَاهُ أَلا إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ الله.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের দিন কিছু জিনিসকে হারাম করেন। তারপর তিনি বলেন, অচিরেই তোমাদের কেউ কেউ আমাকে অমান্য করার মাধ্যমে মিথ্যারোপ করবে, সে হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে, তার কাছে আমার হাদীস বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালাকারী আল্লাহর কিতাব। তাতে যেসব জিনিস হালাল পাব তাকে আমরা হালাল মনে করব, আর তাতে যেসব জিনিস হারাম পাব তাকে আমরা হারাম মনে করব। সাবধান! মনে রাখবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বস্তুকে হারাম করেছেন, তা আল্লাহ হারাম করা বস্তুর মতো।"[৫]

হাদীসের ভাষ্যমতে এক শ্রেণীর মানুষ আসবে যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস (অর্থাৎ তাঁর কথা, কাজ এবং মনোসম্মতি) শুনলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে (অর্থাৎ অস্বীকার করবে) এবং কুরআনে কারিম-কেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করবে।

নিশ্চই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন। মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন দল আত্মপ্রকাশ করেছে যারা ইসলামের মৌলিক উৎস হিসেবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসকে অস্বীকার করে। তারা আল্লাহ রাসূলের হাদীসকে শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ হিসাবে অস্বীকার করে, আল্লাহর রাসূলের হাদীস এবং সাহাবীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে নিজেদের 'আহলে কুরআন' দাবি করে। আসলে তারা অভিশপ্ত ইনকারে হাদীস, হাদীস অস্বিকারকারী, মুনকিনীরে হাদীস; যাদের ব্যপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন।

আহলে কুরআনের প্রকারভেদ

আহলে কুরআনগণ হাদীসকে ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে স্বীকার করে না। ফলে হাদীস বাদে কুরআনের জায়গায় জায়গায় তারা পদস্থলনের স্বীকার হয়। যেমনঃ কুরআনে সালাত, যাকাত, সিয়াম এবং হজের কথা উল্লেখিত আছে কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নেই। এগুলোর বিবরণ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ তথা হাদীস থেকে পাই। তাই হাদীস ছাড়া ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে এবং ইসলামে হাদীসের অবস্থান নির্ধারনে মতোপার্থক্য দেখা যায়। হাদীস অস্বীকার করলেও, হাদীসের ব্যাপারে তাদের সবার বক্তব্য এক নয়। আহলে কুরআনদের নিকট ইসলামি শরীয়ায় হাদীসের অবস্থান মৌলিকভাবে তিনটি—

১. সম্পুর্নভাবে হাদীস অস্বীকার। এরা হাদীসকে ইসলামের মৌলিক অথবা অমৌলিক উৎস মনে করে না। এদের অনেকে হাদীসকে অনারবদের ষড়যন্ত্র এমনকি শয়তানের ওহীও বলে থাকে। যেমনঃ মিশরের রাশাদ খলিফা।

২. হাদীসকে ইসলামের অমৌলিক উৎসের স্বীকৃতি দেয়া। এরা হাদীসকে ঐতিহাসিক ঘটনা, ইসলামি সংস্কৃতির উৎস হিসেবে মানে কিন্তু হাদীসের আবশক্যতা অস্বীকার করে। যেমন, "সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা কর, আর ফাজরের সলাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন কর), নিশ্চয়ই ফাজরের সলাতের কুরআন পাঠ (ফেরেশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।" [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৭৮] এ আয়াত থেকে তারা রাতের সালাত এবং ফজরের সালাত স্বীকার করে। তার পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এর পদ্ধতি বৈধ মনে করলেও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ মেনে চলার আবশ্যিকতা স্বীকার করে না। তাদের মতে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ মানতে আমরা বাধ্য না।

৩. নিজেদের বিবেক এবং যুক্তি বিরোধি হাদীস এবং কুরআনের আয়াত অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা করা। এরা হাদীস গ্রহনে নিজের মনমতো উসূল প্রয়োগ করে এবং নিজের খায়েসাত বিরোধি হাদীসকে বাতিল ঘোষণা করে। যেমন এরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো অস্বীকার ও অপব্যাখ্যার দ্বারা বাতিল প্রমান করে। এদের অন্যতম উদাহরণ, হিজরি অষ্টম শতাব্দির মু'তাজিলা ফিরকা এবং ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ।

৪. হাদীসের সংকলন ও সংরক্ষণে সন্দিহান। এরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের সংরক্ষণতা অস্বীকার করে। এরা সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-কে মিথ্যাবাদী, অন্যায়পরায়ন এবং হাদীস বিশারদ মুহাদ্দিসদের ইসলাম বিনষ্টকারী হিসেবে চিত্রায়িত করে।

আহলে কুরআনের মূল সংশয়

মৌলিকভাবে আহলে কুরআন বা হাদিস অস্বীকারকারীরা মানুষের মাঝে তিনভাবে হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করে—

১. হাদীস মানার আবশ্যিকতায় সংশয়; তাদের কমন প্রশ্ন—কুরআনে কোথাও হাদীসের কথা নেই, আল্লাহ তাআলা কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেননি তাহলে হাদীসের কি দরকার ইত্যাদি।

২. হাদীসের সংরক্ষণে সংশয়; আল্লাহর রাসূল হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন, হাদীস ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের দুইশত বছর পর হাদীস অনারবদের হাতে সংকলিত হয়েছে ইত্যাদি।

৩. হাদীস বনাম যুক্তির সংশয়; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো পরবর্তিতে তৈরি, কুরআন এবং হাদীস বুঝতে হবে যুক্তি ও বিবেকের আলোকে ইত্যাদি। এসব সংশয়ের জবাব যথাসময়ে দেয়া হবে। ইনশাআল্লাহ।

ইতিহাসের আয়নায় হাদীস অস্বীকার

'আহলে কুরআন' নামক ফিরকার উদ্ভব ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হলেও হাদীস অস্বীকারের ফিতনার সূচনা হয় তারও অনেক আগে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের এক শতকের মধ্যে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ইনকালের পর এ ফিতনার

সূচনা হয়। সেসময় মুসলমানদের মাঝে দুটি ফিরকার আর্বিভাব ঘটে—খারেজী এবং শিয়া। উভয় ফিরকার আকিদা ও আমলে বিস্তর তফাতের পরও উভয়ের একটি বিষয়ে একমত—সাহাবীদের নিকট হতে হাদীস বর্জন অর্থাৎ হাদীস অস্বীকার।

তাই সেই সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের হাদীস অস্বিকারকারী ফিকরা মৌলিকভাবে চারটি—

১. খারেজী
২. শিয়া
৩. মু'তাজিলা
৪. আধুনিক আহলে কুরআন

খারেজী

আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ. قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ. قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ. أَوْ قَالَ التَّسْبِيد

"পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা আর দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমনভাবে ধনুক ছিলায় ফিরে আসে না। বলা হলো, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, তাদের আলামত হচ্ছে মাথা মুন্ডন করা।"[৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য প্রমাণিত করে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে খারেজীদের উত্থান হয়। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সিফফিন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তারা উভয় দলকে কাফির এবং যারা তাদের কাফির বলবে না তারাও কাফির—এই নীতিতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জামাআতকেই কাফির সাব্যস্ত করে এবং তাদের থেকে হাদীস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে খারেজীরা নিরস্ত্র মুসলমানদের শহীদ করায় আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেন।

যুদ্ধে বেচে যাওয়া এদের অনুসারীদের দ্বারা পরবর্তীতে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতরবণ করেন।

শিয়া

সিফফিনের যুদ্ধে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে যুদ্ধ করা লোকদের মধ্যে কিছু লোক আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-সহ আহলে বাইতের প্রতি অতিরঞ্জনে লিপ্ত হয়। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। এদের অনুসারীরাই পরবর্তীতে সাহাবীদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ তারা মনে করে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর খিলাফতের একমাত্র হকদার আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। খলিফা আবু বকর, উমর, উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর উপর জুলুম করে তাকে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাই আবু বকর, উমর, উসমান ও তাদের খেলাফত সমর্থনকারী সাহাবীরা সকলেই কাফির, ফলে তাদের নিকট হতে কুরআন এবং হাদিস উভয়ই অগ্রহনযোগ্য। এভাবে একটি রাজনৈতিক মতবাদ বাতিল ফিরকার রূপ নেয়।

মু'তাজিলা

ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম দার্শনিক ফিরকা—মু'তাজিলা। হিজরি অষ্টম শতাব্দির আব্বাসি খিলাফতের অধিনে একদল লোক গ্রিক, পারস্য ও ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বের প্রভাবে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা এবং চিন্তার প্রচার-প্রসার শুরু করে। তারা তাদের বিবেক ও যুক্তির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অসংখ্য কুরআনের আয়াত এবং হাদীস অপব্যাখ্যা করে এবং হাদীস গ্রহণে (সালাফদের ইজমা বিরোধী) এমনসব শর্তারোপ করে যা হাদীস অস্বীকারের নামান্তর।

আধুনিক আহলে কুরআন

ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর একাধিক পরাজয়ের পর খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা উপলব্ধি করে যে সম্মুখ লড়াইয়ে মুসলমানদের পরাজয় অসম্ভব। পরাজয়ের গ্লানি, ধর্মীয় গোঁড়ামি আর মুসলিমদের উন্নত সভ্যতার লোভে তারা রচনা করে আধুনিক ক্রুসেডের নীল নকশা। শুরু হয় প্রাচ্যবিদ্যার নতুন অধ্যায়।

প্রাচ্যবিদ শব্দের আরবী ‘মুস্তাশরিক’ (المستشرق)। ইংরেজিতে বলা হয় Orientalism. প্রাচ্যবিদ্যা বলতে বুঝায় পাশ্চাত্য (পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের দেশগুলো) কর্তৃক প্রাচ্য (এশিয়া মহাদেশ)-এর ধর্মীয়বিশ্বাস, ইতিহাস, সভ্যতা সংস্কৃতি ইত্যাদির অধ্যয়ন। কিন্তু ক্রুসেড পরবর্তি প্রাচ্যবিদরা ইসলামী শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করে অপব্যাখ্যার স্বার্থে। ইসলামের আকিদা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে মিথ্যাচার এবং ভ্রান্ত আপত্তি তুলে ধরার মাধ্যমে মুসলমানদের ইসলামের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করা ছিল তাদের মুল লক্ষ্য।

এবিষয়ে বিখ্যাত স্কলার এডওয়ার্ড সাইদ তার বই *Orientalism: Western Conceptions of the Orient*-এ প্রাচ্যবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেছেন,
“প্রাচ্যবিদ্যা বলতে আমরা এটাও বুঝে নিতে পারি যে, এটা হচ্ছে পাচ্যসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা বোর্ড। এ বোর্ডের কাজ হচ্ছে সময় সময় প্রাচ্যদের সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করা। তাদের করণীয় নির্ধারণ করে দেয়া। তাদের মাইন্ড কন্ট্রোল করা। ওদের উপর মানসিক আধিপত্য চাপিয়ে দেয়া। মোটকথা প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের ‘বিগ ব্রাদারি’ চালানোর পথ উন্মুক্ত করে নেয়া।”

ইতালির সিসিলি, স্পেইন, পর্তুগাল, জিব্রাল্টার, দক্ষিণ ফ্রান্সের কিছু অংশ যখন মুসলমানদের কাছ থেকে হাতছাড়া হয়ে যায় তখন খ্রিষ্টান রাজারা মুসলমানদের মসজিদ, মাদ্রাসা ও লাইব্রেরিগুলো দখল করে নেয়। এভাবে ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রের অনেক পান্ডুলিপি হারিয়ে যায়। প্রাচ্যবিদরা সেসকল হারানো পান্ডুলিপি উদ্ধার করে গবেষণার মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ডিপার্টমেন্ট চালু করা হয়। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গোল্ডজিহার, এইচ.এ.আর. গিব, গ্যাস্টন ওয়াট প্রমুখ।

প্রাচ্যবিদদের বিস্তর গবেষণা, সহজলভ্য উপস্থাপন ও সাধারণ ভাষায় মুগ্ধ হয়ে মুসলমানরাও তা ক্রমান্বয়ে গিলতে থাকে। ফলে মুসলিম বিশ্বে প্রাচ্যবিদদের অন্ধানুসারি এক শ্রেণী তৈরি হয়ে যায়, যাদের ঠোঁট নিজের কিন্তু শব্দ পাশ্চাত্যের। এর মাধ্যমেই আধুনিক ক্রুসেডার প্রাচ্যবিদরা তাদের অনুসারীদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক উৎস হাদীসের ব্যাপারে সংশয় ঢালতে সক্ষম হয়। পূর্বোল্লিখিত খারেজি, শিয়া, মু’তাজিলা ফিরকা বিভিন্ন হাদিস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেও ইসলামি শরিয়তে হাদীসকে উৎস হিসেবে স্বীকার করতো কিন্তু প্রাচ্যবিদদের অনুসারী ‘আহলে কুরআন’ ফিরকা ইতিহাসে প্রথমবার আল্লাহর রাসুলের

হাদীসকে ইসলামী শরীয়তের উৎস হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এর সূচরা হয় ভারত এবং পরবর্তীতে মিশরে যা ক্রমান্বয়ে পুরো মুসলিম বিশ্বে বিস্তার লাভ করে।

মিশর

বিংশ শতাব্দীর সত্তর-আশির দশকে মিসরে আহলে কুরআন ফিতনার সুচনা হয়। এর মূল হোতা—আহমদ সুবহী মনসুর। প্রাচ্যবিদদের নিকট হতে "ইসলামি চিন্তক" উপাধিপ্রাপ্ত আহমদ সুবহী মনসুর মিশরের বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত অবস্থায় তার লেখা কিছু বইয়ে হাদীস অস্বীকারের বিষয়টি প্রকাশ পায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্তের পর সে 'আল মারকাযুল আলাম লিল কুরআনুল কারিম' *(Global centre for Quran)* নামে একটি সেন্টার এবং 'পিপল অফ কুরআন' নামক একটি ওয়েবসাইট দাড় করায়, যার মাধ্যমে সে তার হাদীস অস্বীকারকারী মতবাদ প্রচার করতে থাকে।

পরবর্তিতে তার সাথে যুক্ত হয় তৎকালীন যিন্দিক—রাশাদ খলিফা। রাশাদ খলিফা চল্লিশ বছর বয়সে নিজের নবুয়তের দাবি করে এবং পরবর্তীতে আমেরিকাতে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর মিশরে হাদীস অস্বীকারের অঙ্কুরিত হয় মুফতি আব্দুহু, সৈয়দ রশিদ রিজা, ড. আহমেদ আমিন, মাহমুদ আবু রাইহান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের হাতে যার ধারা বর্তমান পর্যন্ত চলমান।

ভারত

ভারতে হাদীস অস্বীকারের সূচনা করেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদ খান-এর হাত ধরে। উপনিবেশ স্থাপনকারী ইংরেজ কর্তৃক 'নাইট' উপাধিপ্রাপ্ত স্যার সৈয়দ আহমদ খান হাদীসকে শরীয়তের দলিল মনে করতেন না। তার মাধ্যমেই পরবর্তীতে ভারতে হাদীস অস্বীকারের ফিতনা প্রসারিত হয়।

ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে ইসলামের নামধারী দুটি ইসলাম বিধ্বংসী মতবাদ প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথমটি কাদিয়ানী ফিতনা এবং দ্বিতীয়টি আহলে কুরআন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রথম নিজের নবুয়্যত দাবি করে। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে 'আহলে কুরআন' নামক দলের আত্মপ্রকাশ হয়। এই আন্দোলনের মূল দুইজন হোতা ভারতের বিহারের মুহিব্বুল হক আজীম আবাদী আর অপরজন লাহোরের আব্দুল্লাহ চড়কলাবী। এরা উভয়ই সৈয়দ আহমদ

খান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ‘আহলুয যিকরি আল কুরআন’ নামক দল গঠন করে। এছাড়াও সৈয়দ আহমদ খান-এর পদাঙ্ক অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম মৌলবী চেরাগ আলী, আহমদ উদ্দিন, গোলাম আহমদ পারভেজ প্রমুখ।

ইসলামী শরিয়তে হাদীসের অবস্থান ও প্রামাণিকতা

আল্লাহ তাআলার মানব জাতিকে সরল পথে রাখতে যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও আল্লাহ কর্তিক ওহী পেতেন এবং সেই ওহীর মাধ্যমে তিনি আমাদের সতর্ক করতেন। তাই কুরআনে বার বার বলা হয়েছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের ব্যপারে নিজে থেকে কিছুই বলতেন না, যা বলতেন সবটাই ওহী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪]

তিনি আরও বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ

তিনি যদি আমাদের নামে কোনো কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, তবে অবশ্যই আমরা তাকে পাকড়াও করতাম ডান হাত দিয়ে, তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা, অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।” [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ৪৪-৪৭]

তিনি আরও বলেন,

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

“বলুন, ‘রাসূলদের মধ্যে আমিই প্রথম নই। আর আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে; আমি আমার প্রতি যা ওহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র’।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ০৯]

ওহীর প্রকারভেদ

পূর্বোল্লিখিত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ তাআলার নিকট হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী পেতেন। নিঃসন্দেহে কুরআন ওহী কিন্তু কুরআন একমাত্র ওহী নয়। বরং কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় গাইরে কুরআন অর্থাৎ কুরআন বাদেও অন্য ওহীর কথা উল্লেখ আছে। যেমন-

আল্লাহ তাআলা বলেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৯]

তিনি আরও বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তা শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫১]

তিনি আরও বলেন,

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত ও কিতাব এবং হিকমত যা তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩১]

তিনি আরও বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪]

তিনি আরও বলেন,

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

“আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৩]

তিনি আরও বলেন,

وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

“আর আল্লাহর আয়াত ও হিকমত থেকে যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে; নিশ্চয় আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৪]

তিনি আরও বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত; যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।” [সূরা আল- জুমুআহ, আয়াত: ০২]

কুরআন ছাড়া যদি আর কোন ওহী না থাকত তাহলে আল্লাহ তাআলা কুরআনে শুরুমাত্র কিতাবের কথাই উল্লেখ করতেন। কিন্তু তা না করে আল্লাহ তাআলা বরং তার উল্টোটা করলেন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা বার বার কিতাবের পাশাপাশি হিকমাহ-

এর কথা বললেন। উম্মি রাসূলের নিকট কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। এ আয়াতগুলোই প্রমান করে যে কুরআনের বাইরেও ওহী আছে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ওহী শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লায় তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَـٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

"নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদেরই। কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন, তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই।" [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ১৭-১৯]

তিনি আরও বলেন,

بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলিসহ। আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা করে।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৪]

তিনি আরও বলেন,

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"আর আমরা তো আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং যারা ঈমান আনে এমন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৬৪]

পুর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা দুই ধরনের ওহীর কথা বলেছেন। এখন উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট কুরআন বর্ননা করেন এবং তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন কারিম আমাদের বুঝাবেন অবশ্যই নিজের বাণীতে। কুরআনে কারিমের ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বানীগুলোই হাদীস। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী অর্থাৎ হাদীস ওহী কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী ছাড়া নিজে থেকে কিছুই বলেন না। "আমি আমার

প্রতি যা ওহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ০৯]

কুরআন-ই হাদীসের প্রমান

কুরআনে এমন অনেক আদেশের উল্লেখ আছে যে আদেশ কুরআনের মাধ্যমে দেয়া হয়নি। যেমন-

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ

“স্মরণ করুন, যখন আপনি মুমিনগণকে বলছিলেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তিন হাজার ফিরিশতা নাযিল করে তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন?” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৪]

বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সাহায্য এসেছিল তিন হাজার ফেরেশতা নাজিলের মাধ্যমে। সেই সাহায্যের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জানিয়েছিলেন, যেই কথোপকথনের উল্লেখ কুরআনে আছে। তিন হাজার ফেরেশতা নাযিলের সংবাদ কুরআনে আসার আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে জানলেন?

তিনি আরও বলেন,

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করি। সুতরাং অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৪]

আয়াতে আল্লাহ তাআলা মসজিদুল হারামের দিকে কিবলা ফিরানোর আদেশ দিয়েছেন। তার মানে এর আগে অন্য কোন কিবলার আদেশ দেয়া হয়েছিল। সেই কিবলার আদেশ কুরআনে কারিমে কোথাও নেই। কুরআনের বাইরে ওহী না থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কিবলার কথা কিভাবে জেনেছেন?

তিনি আরও বলেন,

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

"আর স্মরণ করুন, যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে জানিয়ে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীর কাছে তা প্রকাশ করে দিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর যখন নবী তা তার সে স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, 'কে আপনাকে এটা জানাল?' নবী বললেন, 'আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত'।" [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ০৩]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সেই সংবাদ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই কথা কুরআনে কোথাও বর্ণিত হয়নি। এ থেকেই প্রমানিত হয় যে আল্লাহ তাআলা গাইরে কুরআন ওহীর মাধ্যমে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সেই সংবাদ জানিয়েছিলেন। তাইতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

"মিক্বদাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! নিশ্চয় আমাকে কুরআন এবং কুরআনের মত আরেকটা বস্তু দেয়া হয়েছে।"[৭]

হাদীস ছাড়া কুরআনের অনুসরণ অসম্ভব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ-র মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।” [সূরা আন- নিসা, আয়াত: ৫৯]

প্রথম আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ‘উসওয়াতুন হাসানা’ অর্থাৎ উত্তম আদর্শ বলা হয়েছে। তার মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই অনুসরনীয় আদর্শের অধিকারী এবং তাঁর অনুসরণ আবশ্যক। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সরাসরি অনুসরণ করতে পারতেন। কিন্তু আমরা? আমরা কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করব? নাকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের রাসূল? নাউযুবিল্লাহ।

দ্বিতীয় আয়াতে আমাদের সব মতভেদ আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিকট পেশ করার নির্দেশ আছে। বর্তমানে তা কিভাবে সম্ভব? আমরা কিভাবে এই আয়াতের উপর আমল করবো? নাকি আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন আদেশ করেছেন যা পালনের কোন পথ তিনি খোলা রাখেননি। আবার তিনিই বলছেন,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“আল্লাহ্ কারও উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত।” [বাকারাহ ২৮৬]

আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণ এবং তাঁর নিকট সব উপস্থাপনের অর্থ তাঁর সুন্নাত অর্থাৎ হাদীসের অনুসরণ। তাছাড়া উক্ত আয়াতদ্বয়ের উপর আমল অসম্ভব।

উপরোক্ত সূরা আন-নিসা এর আয়াত সম্পর্কে ইমাম আবদুল আযীয আল-কিনানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, “এটি এমন এক বিষয় যাতে ঈমানদার ও আলেমগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যে, আমরা যদি আমাদের বিবাদের বিষয়টি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি তবে সেটা হবে কুরআনের দিকে। আর যদি আমরা সেটা রাসূলের দিকে তাঁর মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন করি তবে তা হবে তাঁর সুন্নাতের দিকে। কেবল মুলহিদ, আল্লাহ বিরোধী নাস্তিক ব্যতীত কেউ এতে সন্দেহ করে না।”[৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, "লোকরা একমত যে, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হলো তাঁর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাতের দিকে।"[৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্বরণে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।" [সূরা আল-জুমুআ, আয়াত: ০৯]

আয়াতে আল্লাহ তাআলার জুমআর দিন কোন সালাতের কথা বলছেন? সেই সালাতের পদ্ধতি, রাকাত সংখ্যা কোনটাই কুরআনে নেই। সালাতের এই আদেশ পালন হাদীস ছাড়া অসম্ভব।

তিনি আরও বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً

"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩৮]

আয়াতে আল্লাহ তাআলা চোরের হাত কাটার আদেশ করলেন কিন্তু কুরআনে কোথাও কতটুকু হাত কাটতে হবে, এর কোন নির্দেশ নেই। হাদীস ছাড়া এই আয়াতের উপর আমল অসম্ভব।

তিনি আরও বলেন,

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ

"যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার উপর, তাই আপনার সালাতের জন্য দাঁড়ানোর বেশী হকদার।" [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৮]

এখানে কোন মসজিদের কথা বলা হচ্ছে তা কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। হাদীস ছাড়া জানা অসম্ভব যে এই আয়াতে একটি নয় বরং দুটি মসজিদের কথা বলা হয়েছে—মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববী। এই দুটি মসজিদ-ই স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার উপর।[১০]

এসব আয়াত দ্বারাই বুঝা যায়, "এ কিতাবে আমরা কোনো কিছুই বাদ দেইনি।" [সূরা আন'আম, আয়াত: ৩৯] দ্বারা প্রমাণিত হয়না যে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সবকিছু দিয়েছেন। বরং আয়াতে কিতাব বলতে কুরআন নয় 'লাওহে মাহফুয' বুঝানো হয়েছে। কুরআনে যদি সবকিছুই থাকতো তবে আমরা আইস্টাইনের 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' থেকে শুরু করে ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস ইত্যাদি সবই কুরআনে পেতাম। তা হয়নি কারণ আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন শুধুমাত্র মানুষের হিদায়েতের জন্য, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এটা সে কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতস্বরূপ,"

তাই কুরআনে শুধুমাত্র হিদায়াত সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি কল্পকিছু বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে। এজন্যই আসমান থেকে কুরআনের একটা লিখিত কপি নাযিল না করে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ তেইশ বছর অল্প অল্প করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কুরআন নাযিল করলেন। সাহাবীদের সামনে, সাহাবীদের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআন নাযিল করলেন যাতে তারা এর দ্বারা শিক্ষা নিতে পারেন। তাই কুরআন সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত। যারাই আল্লাহর রাসূল এবং সাহাবীদের বাদ দিয়ে কুরআন বুঝতে যাবে, ইসলাম বুঝতে যাবে, তারাই পদস্খলনের শিকার হবে।

রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য

এখন কুরআনের এমন আয়াত পেশ করব যেগুলো পৃথিবীর কোন আহলে কুরআন মুনকিরীনে হাদীস সামনে আনার সাহস করবে না। যেকোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বুঝবে যে মুনকিরীনে হাদীসদের দাবি যদি সত্য হতো তবে আল্লাহ তাআলা কুরআনেই সরাসরি বলতেন যে তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কিতাবের অনুসরণ কর। ব্যস। কিন্তু না বরং আল্লাহ তাআলা এর ঠিক উল্টোটা করলেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনের জায়গায় জায়গায় বললেন— তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে রাসূলকে অনুসরণ কর, যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল ইত্যাদি।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের মানে কি?

আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন কারিমে ও হাদীসে যা হারাম করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা; যা হালাল করেছেন, তা মেনে চলা। যে কাজ যেভাবে বলেছেন, সেভাবে করা এবং যেভাবে করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার নাম—আতিউল্লহা ওয়া আতিউর-রাসূল (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

“কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনাকে তো আমরা তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০]

তিনি আরও বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“বলুন, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কুফুরি। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

“বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর।’ তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩২]

তিনি আরও বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ০৭]

তিনি আরও বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

বিচার ফয়সালায় রাসূলের আনুগত্য না করা মুনাফিকদের লক্ষণ, যারা মুখে ইমান আনত কিন্তু অন্তরে ছিল কুফরি।

আল্লায় তাআলা বলেন,

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ

“আর যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪৮]

তিনি আরও বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩২]

তিনি আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে

ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" [সূরা আন- নিসা, আয়াত: ৫৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মি নবি, তাঁর কাজ ছিল শুধু প্রচার করা, তিনি নিজ থেকে কিছুই বলতেন না, যা বলতেন সবই ওহী।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর সাবধানতা অবলম্বন কর; তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমাদের রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯২]

তিনি আরও বলেন,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। আর তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন যা তাদের ওপর ছিল। কাজেই যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭]

তিনি আরও বলেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"বল, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তার প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৮]

রাসূলের অনুগত্য ইমানের শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ০১]

তিনি আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২০]

তিনি আরও বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬]

তিনি আরও বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই, যাদেরকে আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

তিনি আরও বলেন,

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَـٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

“আর তারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য করেছি।’ এর পর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; আসলে তারা মুমিন নয়।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪৭]

তিনি আরও বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"মুমিনদের উক্তি তো এই—যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫১]

তিনি আরও বলেন,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

"আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫২]

তিনি আরও বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"বলুন, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনিই দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; আর তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, মূলত রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৪]

তিনি আরও বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের ওপর রহমত করা যায়।" [সূরা আন- নূর, আয়াত: ৫৬]

তিনি আরও বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাক। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩]

রাসূলের আনুগত্য (অর্থাৎ হাদীস) অস্বীকারকারীদের আফসোস, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

“যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম আর রাসূলকে মানতাম!” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৬]

তিনি আরও বলেন,

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭১]

রাসূলের আনুগত্যেই আমলের হেফাজত, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৩]

তিনি আরও বলেন,

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ১৩]

তিনি আরও বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

“আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাদের রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: **১২**]

তিনি আরও বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়; তারাই তো সফলকাম।” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: **১৬**]

রাসূলের আনুগত্যকারীদের জান্নাতের সুসংবাদ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“এসব আল্লাহ নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহা সাফল্য।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: **১৩**]

তিনি আরও বলেন,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا

“আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ- যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী!” [সূরা আন- নিসা, আয়াত: ৬৯]

তিনি আরও বলেন,

لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

“অন্ধের কোনো অপরাধ নেই, খঞ্জের কোনো অপরাধ নেই এবং পীড়িতেরও কোনো অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন

এমন জান্নাতে, যার নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৭]

তিনি আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন। আর সে গ্রন্থের প্রতিও যা তার পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি কুফুরী করে সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬]

রাসূলের আনুগত্য অস্বীকারকারীদের জাহান্নামের দুঃসংবাদ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪]

তিনি আরও বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ১৩]

তিনি আরও বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সঙ্গত নয়। আর যে আল্লাহ

ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬]

তিনি আরও বলেন,

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মতো গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা একে অপরকে আড়াল করে অলক্ষ্যে সরে পড়ে, আল্লাহ তো তাদেরকে জানেন। কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩]

তিনি আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁরই দিকে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২৪]

তিনি আরও বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়? তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০, ৬১]

তিনি আরও বলেন,

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ

“আর যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪৮]

তিনি আরও বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা আস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন’ তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, আর আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, অহংকারবশত ফিরে যেতে।” [সূরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত: ০৫]

তিনি আরও বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস’, তখন তারা বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেটাতে পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১০৪]

তিনি আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬৪]

তিনি আরও বলেন,

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“বলুন, এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮]

পুর্ববর্তী সকল উম্মতের উপর তাদের রাসূলের আনুগত্য আবশ্যক ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

“আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেবল আনুগত্য করার জন্যই আমরা রাসূলদের প্রেরণ করেছি। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা আপনার কাছে আসলে ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৪]

তিনি আরও বলেন,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

“আর নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল, সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর, অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত’।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ২০, ২১]

তিনি আরও বলেন,

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ কর। তারপর তোমাদের ফিরে আসা আমারই কাছে, তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।” [সূরা লোকমান, আয়াত: ১৫]

তিনি আরও বলেন,

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ

“এরাই তারা (রাসূলগণ), যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন। বলুন, ‘এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ’।” [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৯০]

তিনি আরও বলেন,

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٨) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

“নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিলেন, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর। আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রবের কাছেই আছে। কাজেই তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর’।” [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: **১০৫-১১০**]

নুহ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

“এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর, আর আমার আনুগত্য কর।” [সূরা নূহ, আয়াত: ০৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

“আদ সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর। আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রবের কাছেই। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করছ নিরর্থক? আর তোমরা প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছ যেন তোমরা স্থায়ী হবে। আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক স্বেচ্ছাচারী হয়ে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর’।” [সূরা আশ- শু'আরা, আয়াত: **১২৩-১৩১**]

তিনি আরও বলেন,

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤١) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٤٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣)
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥)
أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (١٤٦) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٨)
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (١٤٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

“সামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বললেন, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর, আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো সৃষ্টিকুলের রবের কাছেই আছে। তোমাদেরকে কি নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে আছে তাতে—উদ্যানে, প্রস্রবণে ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে? আর তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর’।” [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ১৪১-১৫০]

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

“হে আমার পিতা! আমার কাছে তো এসেছে জ্ঞান যা আপনার কাছে আসেনি; কাজেই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
(١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

“লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর’।” [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ১৬০-১৬৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
(١٧٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

“আইকাববাসীরা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, যখন শু'আইব তাদেরকে বলেছিলেন, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর’।” [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ১৭৬-১৭৯]

মুসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

“আল্লাহ বললেন, ‘অচিরেই আমরা আপনার ভাইয়ের দ্বারা আপনার বাহুকে শক্তিশালী করব এবং আপনাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। ফলে তারা আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। আপনারা এবং আপনাদের অনুসারীরা আমাদের নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবেন’।” [সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৩৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي

“অবশ্য হারূন তাদেরকে আগেই বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! এ দ্বারা তো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর তোমাদের রব তো দয়াময়: কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল’।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৯০]

ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

“আর আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কিছু হালাল করে দিতে এবং আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫০]

তিনি আরও বলেছিলেন,

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

"আর ঈসা যখন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে এসেছি হিকমতসহ এবং তোমরা যে কিছু বিষয়ে মতভেদ করছ, তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর'।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৬৩]

হাওয়ারীরা বলেছিল,

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

"হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি। কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৩]

এসকল আয়াত থেকে প্রমানিত হয় যে কুরআন বাদেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সহ অন্যান্য রাসূলগণের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে কিতাব ছাড়াও ওহী আসত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে সেই ওহী—কুরআন এবং হাদীস। তাই আমরা হাদীস মানতে বাধ্য।

এজন্যই সাহাবীরা বলতেন, "সাবধান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহর হারাম করার মতোই।"[১১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[১২]

عن زيد بن ثابت قال سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم يقول نَضَّرَ الله امرأ سَمِعَ منَّا حديثاً فحفظه حتى يُبَلِّغَهُ.

যায়েদ ইবনু সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করুন! যে আমার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করে, অতঃপর তা মুখস্থ করে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।'[১৩]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়,

أيؤجَرُ الرجل على بُغض من خالف حديث رسول الله -ﷺ-؟؛ فقال: إي والله

"আল্লাহর রাসূলের হাদীসের বিরোধিতা করে (অথবা অস্বীকার করে) এমন কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করলে সওয়াব হবে? জবাবে ইমাম আহমদ বলেন, আল্লাহর কসম হ্যাঁ।"[১৪]

হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমরা যিকর নাযিল করেছি, আর নিশ্চয় আমরা এর হিফাযতকারী।" [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ০৯]

ইমাম ইবন হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর বাণী, 'আমরা এ যিকর নাযিল করেছি, আর আমরা অবশ্যই তা সংরক্ষণ করবো'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, তা কখনো হারিয়ে যাবে না। কোনো মুসলিম তাতে সন্দেহ করে না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সবই ওহী; কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'আর তিনি প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলেন না, তা তো কেবল ওহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়।' [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪]

উম্মতের ঐকমত্যে 'যিকর' পুরোটাই ওহী। আর যিকর যে সংরক্ষিত হবে তা কুরআনের আয়াতের সরাসরি ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীও সংরক্ষিত হবে, আল্লাহর সংরক্ষণের মাধ্যমে, অত্যাবশ্যকভাবেই। তার কোনো কিছু হারিয়ে যাবে না এটার গ্যারান্টি আমাদের দেয়া হচ্ছে। কারণ, যা আল্লাহ সংরক্ষণ করবেন তাতে দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, তার কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। তার সবই আমাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে, আর তা হওয়ারই ছিল।"[১৫]

এছাড়াও আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"আর আপনার আগে আমরা ওহীসহ কেবল পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি না জান।" [সূরা আন- নাহল, আয়াত: ৪৩]

তিনি আরও বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"আর আপনার আগে আমরা ওহীসহ পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ০৭]

উভয় আয়াতে "আহলুয যিক্‌র" বলে ওহীপ্রাপ্ত লোকদের বুঝানো হয়েছে। আর হাদীসও যে ওহী তা পুর্বের আলোচনা দ্বারা প্রমানিত।

আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে কুরআনে উল্লেখিত 'যিকর' দ্বারা শুধুমাত্র কুরআনে কারিমকেই বুঝানো হয়েছে তাতেও হাদীস সংরক্ষণ বাতিল হয় না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ বক্ষসমুহের অভ্যন্তরে অন্তরে যা আছে তা জানেন।" [সূরা আত-তাগাবুর, আয়াত: ০৪] এর মানে এই না যে আল্লাহ তাআলা অন্তরের বাইরে কিছু জানেন না।

আবার আল্লাহ তাআলা বলেন, অবশ্যই আমরা নুহকে রাসূল হিসেবে প্রেরন করেছি।" [সূরা নুহ, আয়াত: ০১] এই আয়াত থেকে এটা প্রমনিত হয় না যে আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালাম বাদে আর কোন রাসূল প্রেরন করেননি।

ঠিক তেমননি আল্লাহ তাআলা কুরআন সংরক্ষণ করেছেন মানে এই না যে হাদীস সংরক্ষণ করেননি। বরং তিনি কুরআন এবং হাদীস, উভয় ওহীর সংরক্ষক।

আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আপনার অফিসের বস কি খেতে পছন্দ করেন। খুব সম্ভবত আপনি এর উত্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু বাংলাদেশের কোন পীরসাহেবের মুরিদদের যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে তাদের পীরসাহেব কি কি খেতে পছন্দ করেন, তখন দেখবেন কেউ তার পীরসাহেবকে দাওয়াত করে খাবার খাইয়েছেন, কেউ খেতে দেখেছেন আবার কাউকে পীরসাহেব নিজে তার পছন্দের কথা জানিয়েছেন। এভাবে একাধিক ঘটনা শুনে আপনিও বুঝে যাবেন পীরসাহেব আসলে কি কি খেতে পছন্দ করেন।

বাংলাদেশের একজন পীরসাহেব, যার নিজের জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত না, না তিনি অন্য কারো জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারবেন। তাও তার মুরিদদের তার প্রতি ভক্তির শেষ নেই। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম গুণ এবং আখলাকের অধিকারী, আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সর্বোত্তম অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় ব্যক্তি, যার অনুসরণে জান্নাত নির্ধারিত, যার সুন্নাতের ইত্তেবা ছাড়া কেউ সফল হতে পারবে না, যাকে সবকিছুর চাইতে বেশি ভালো না বাসলে আপনি এবং আমি মুমিন হতে পারব না, যিনি তার উম্মতকে ছাড়া জান্নাতে পা রাখবেন না,

عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।"[১৬]

সেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কিরকম অনুসরণ করতেন! দুনিয়ার একজন সামান্য পীরসাহেবের মুরিদেরা, ধর্মগুরুদের শীর্ষরা, সক্রেটিসের প্লেটোরা যদি তার গুরুর কথা, কাজ, পছন্দ-অপছন্দের বর্ননা দিতে পারে তবে পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মের সাথেই বাস করা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের অতি সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্ম বর্ণনা দেয়া মোটেও আশ্চর্যের কিছু না। এসব আল্লাহ তাআলার কদর। আল্লাহ তাআলা চাইলেই আসমান থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে একটা কুরআনের লিখিত কপি দুনিয়ায় ফেলে দিতে পারতেন, কাউ না কাউ তা অবশ্যই পড়তো। কিন্তু তা না করে আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করলেন শব্দের মাধ্যমে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কুরআন শিক্ষা দিলেন মুখে মুখে এবং সাহাবীরাও কুরআন মুখস্ত করলেন। সেই কুরআন তাদের নিকট ব্যাখ্যা করে দিতেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হাকীম ইবনু আফলাহ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করেন, "হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র সম্বন্ধে বলুন।" তিনি বললেন, "তুমি কি কুরআন পড়ো না? গোটা কুরআনই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র।"[১৭]

আল্লাহর রাসূলের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয় সাহাবীরা লক্ষ্য করতেন এবং তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন। তারা কোনকিছু জানতে সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌছে যেতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর সাহাবীরা ইসলামের উপর অটল ছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা, তাঁর কথা, তাঁর কর্ম, তাদের স্মৃতিতে জীবন্ত ছিল। সাহাবীদের নিকট কেউ কোন প্রশ্ন করলে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারাই তার সমাধান দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন?

প্রাচ্যবিদরা হাদীস লিপিবদ্ধ করার বিরুদ্ধে একটি হাদীস পেশ থাকে, হাদীসটি হলো-

আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত কিছুই লিপিবদ্ধ করো না। যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছে, সে যেন তা মিটিয়ে দেয়।"

কুরআন থেকে হাদীসের বিরুদ্ধে প্রমান যোগার করতে না পেরে অবশেষে প্রাচ্যবিদ এবং তাদের অনুসারী আহলে কুরআনদের হাদীসেরই স্বরনাপন্ন হতে হয়েছে। এখন হাদীস থেকেই হাদীসের বিরুদ্ধে দলিল দিতে হচ্ছে। তাও আবার হাদীস বর্ণনাতে ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে। কারণ 'হাদীস লিপিবদ্ধে নিষেধাজ্ঞা' প্রমানে তারা যে হাদীস পেশ করে তা সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০০৪ এর অংশবিশেষ। এই হাদীসের পরের অংশেই সব "দুধকা দুধ, পানিকা পানি" হয়ে যাবে। সম্পুর্ন হাদীসটি হলো,

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত কিছুই লিপিবদ্ধ করো না। যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছে, সে যেন তা মিটিয়ে দেয়। আর তোমরা আমার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা কর। কোন সমস্যা নেই। তবে যে আমার নামে মিথ্যারোপ করবে, তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।"

প্রাচ্যবিদ এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের কেউ মারফু সুত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটা হাদীসও পেশ করতে পারবে না যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস লেখায় নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বরং সাহাবীদের হাদীস চর্চা এবং হাদীস লিপিবদ্ধের বহু প্রমান বিদ্যমান।

যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখতে সাহাবীদের নিষেধ করছিলেন, তাহলে সেটি ছিল প্রাথমিক নির্দেশনা, যাতে কুরআনের সাথে হাদীস মিশে না যায়। কারণ পুর্ববর্তী উম্মতের কিতাবও এভাবেই বিকৃতির স্বীকার হয়েছিল।

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارُوا عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَهَا فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخِيرُ اللهَ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ

أَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ اللَّهُ لَهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كُتُبًا فَأَكَبُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا.

"উরওয়া বিন যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাতসমূহ লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছাপোষণ করেন। এ বিষয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। সকল সাহাবী তাঁকে লেখার পরামর্শ দেন। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে এক মাস যাবত ইস্তিখারা করেন। ইতিমধ্যেই একদিন মহান আল্লাহ তাঁকে পাকা-পোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার তওফীক্ব দান করেন। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি সুন্নাতসমূহ লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম, কিন্তু আমার স্মরণ হল তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির কথা, যারা কিতাবসমূহ লিখেছিল, অতঃপর তারা সেটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছিল। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে কিছুই কখনো মিশ্রিত করব না।"[১৮]

প্রাচ্যবিদরা এই হাদীস থেকে প্রমান করার চেষ্টা করে যে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাদীস লিপিবদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু সম্পুর্ন হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে হাদীস সংকলনের পক্ষে সাহাবীদের ইজমা ছিল। কিন্তু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীস সংকলনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কারণ তৎকালীন সময়ে সাহাবীদের নিকট কাগজ কলমের নেয়ামত ছিল না। সাহাবীরা পশুর হাড়, চামড়া, গাছের পাতা ইত্যাদি স্থানে কুরআন লিখে রাখতেন। সল্প আসবাবে কুরআনের সাথে হাদীস লিখে রাখলে পরে তা আলাদা করা মুশকিল করে যেত। তাই প্রথম দিকে না লিখলেও পরবর্তিতে সাহাবীদের মাঝে হাদীস লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়। খুলাফায়ে রাশিদিনসহ বহু সাহাবী ব্যক্তিগত পর্যায়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন।

সাহাবীদের হাদীস লিপিবদ্ধের নির্দেশ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِأَصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ

"আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে যা কিছু শুনতাম, লিখে রাখতাম। কিন্তু আমাকে কুরাইশরা লিখতে নিষেধ করল এবং বলল, তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যা বলতে শোন, তাই লিখে রাখ, অথচ তিনি একজন মানুষ?! তিনি কখনো রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন, আবার কখনো খুশী অবস্থায় কথা বলেন। তখন আমি

হাদীস লেখা বন্ধ করে দিলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিষয়টি জানালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে তাঁর নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, লিখতে থাক! সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে হক্ব ব্যতীত কিছুই বের হয় না।”[১৯]

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي مَا خَلَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ.

“আমি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন সাহাবী আমার চেয়ে বেশী হাদীস জানতেন না, তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ব্যতীত। কেননা তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না।”[২০]

বিদায় হজ্জের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভাষণ শেষ করলেন, তখন আবু শাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ

“হে আল্লাহর রাসূল। (খুত্ববাটা) আমাকে লিখে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও।”[২১]

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

“নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীর নিকট আমর ইবনে হাযমের হাতে একটি পুস্তিকা লিখে পাঠান, যাতে ফারায়েয, সুন্নাত এবং রক্তমূল্যের বিবরণ ছিল।”

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন শাসক, গভর্নর ও গোত্রপতিদের কাছে চিঠি লিখে পাঠাতেন। এগুলো সবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হাদীস লিপিবদ্ধের দলিল।

সাহাবীদের হাদীস চর্চা

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ.

“আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে বাহরাইনে পাঠান, তখন তাঁকে এই পুস্তিকাটি লিখে দেন। পুস্তিকাটিতে ছিল- বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। ইহা যাকাতের হিসাব, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয করেছেন এবং সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।”[২২]

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً.

“আবু উছমান আন-নাহদী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উতবা ইবনে ফারক্কাদের নিকটে লিখে পাঠান, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি রেশমের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে এক-দুই আঙ্গুল, তিন-চার আঙ্গুল সমপরিমাণ হলে কোন সমস্যা নেই।”[২৩]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

“আবু উমামা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তীর ছুঁড়ে অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললো। মামা ব্যতীত নিহতের আর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না (যে শাস্তি বা ক্ষতিপূরণের দাবী জানাবে।) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এ বিষয়টি জানিয়ে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে চিঠি লিখলেন। উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জবাবে লিখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যার কোন অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক আল্লাহ ও তার রাসূল। আর যার কোন উত্তরাধিকারী নেই, তার উত্তরাধিকারী মামা।”[২৪]

আবু জুহায়ফা থেকে বর্ণিত, তিনি আলী ইবনে আবু ত্বালেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর নিকট কোন কিতাব আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, তাঁর নিকট কুরআন ছাড়া একটি সহীফা আছে।

قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ العَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

“আবু জুহায়ফা বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই সহীফাতে কি আছে? তিনি বললেন, তাতে রক্তমূল্য, বন্দিমুক্তি (বিষয়ক হুকুম-আহকাম) আছে এবং আরো আছে, কোন মুসলিমকে কাফেরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।”[২৫]

উসাইদ ইবন হুদ্বাইর আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কিছু হাদীস, আবু বকর ও উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার বেশ কিছু বিচার-বিভাগীয় ফয়সালা লিখে মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে প্রেরণ করেন।[২৬]

জাবের ইবন সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কিছু হাদীস লিখে তা তৎকালীন শাসক আমের ইবন সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাসের কাছে পাঠিয়েছিলেন; কারণ তিনি তাঁর কাছ থেকে তা চেয়েছিলেন।[২৭]

যায়েদ ইবন আরক্কাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বেশ কিছু হাদীস লিখে তা আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়েছিলেন।[২৮]

যায়েদ ইবন সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদার মীরাসের ব্যাপারে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস লিখে পাঠিয়েছিলেন, যখন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে তা চাইলেন।[২৯]

সামুরাহ ইবন জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার সংগ্রহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব হাদীস ছিল তা জমা করে লিখে ফেলেন। তারপর তিনি সেগুলোকে তার সন্তান সুলাইমানের কাছে প্রেরণ করেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সীরীন সে গ্রন্থটি দেখে প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'সন্তানের কাছে লিখা সামুরার চিঠিতে অনেক জ্ঞান রয়েছে।'[৩০]

আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে থাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলো লিখে উমর ইবন উবাইদুল্লাহর কাছে প্রেরণ করেন।[৩১]

আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার সন্তানদেরকে হাদীস লিখে রাখার নির্দেশ প্রদান করে বলতেন, 'হে প্রিয় বৎসরা, তোমরা ইলম (হাদীস)-কে লেখার মাধ্যমে আবদ্ধ কর'। তাছাড়া তিনি আরও বলেন, 'আমরা যারা লিখতো না, তাদের ইলমকে ইলম বলে গণ্য করতাম না।'[৩২]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি তার ছাত্রদের বলতেন, 'তোমরা ইলম তথা হাদীসকে লিখে আবদ্ধ করে নাও, ইলমে যে উত্তম বস্তু আবদ্ধ করতে পারে তা হচ্ছে লিখে রাখা।'[৩৩]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'তোমরা ইলমকে লিখে রাখার মাধ্যমে আবদ্ধ করে নাও।'[৩৪]

আলী ইবন আবী ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, 'এমন কে আছে যে আমার কাছ থেকে এক দিরহামের বিনিময়ে ইলম ক্রয় করবে।' আবু খাইসামাহ বলেন,

‘অর্থাৎ তিনি বলছেন, এমন কে আছে যে আমার কাছ থেকে একটি কাগজ ক্রয় করবে যাতে ইলম লিখে রাখবে।’[৩৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আমরা হাদীস মুখস্থ করতাম। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে হাদীস মুখস্থ করা হত।”[৩৬]

قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ.

“সামুরা বিন জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় ছোট ছিলাম। আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস মুখস্থ করতাম।”[৩৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনছারের একজন ব্যক্তিকে বললাম, চলো! আমরা সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আজ সংখ্যায় অনেক। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আব্বাস! তুমি কি মনে কর যে, একদিন মানুষ তোমার মুখাপেক্ষী হবে? এই বলে তিনি আমার সাথে গেলেন না। আর আমি সাহাবীগণের নিকট থেকে ইলম সংগ্রহের প্রতি মনোযোগ দিলাম। একদা আমার নিকট একটা হাদীসের বিষয়ে সংবাদ পৌঁছল। আমি সেই সাহাবীর বাড়ীতে আসলাম। তিনি তখন ঘুমাচ্ছিলেন, আমি আমার চাদরকে তার দরজার উপর রেখে বালিশ বানালাম। ইতিমধ্যে বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় আমার মুখমণ্ডল ধূলায় মলিন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দরজা খুলে বের হয়ে আমাকে দেখে বললেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচার ছেলে! তুমি এখানে কেন? আমাকে ডাকতে, আমি চলে আসতাম। তখন আমি বললাম, না, আমারই আপনার নিকট আসা বেশী যুক্তিযুক্ত। অতঃপর আমি তাঁকে সেই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এইভাবে ইলম হাছিল করতে করতে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদিন মুসলমিদের বড় আলেমে পরিণত হলেন। একদিন আনছারের সেই ব্যক্তিটি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে দারস দিতে দেখলেন। দেশ-বিদেশের ত্বালেবে ইলম বা শিক্ষার্থীগণ তাঁর চারপাশে দারস নিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় ইবনু আব্বাস আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।[৩৮]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট একটি হাদীসের সংবাদ পৌঁছে। হাদীসটি যার নিকটে আছে, তিনি সিরিয়াতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একটা উট ক্রয় করলাম অতঃপর সফরের প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে সফর করলাম। এক মাস সফর শেষে আমি সিরিয়াতে আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস আনছারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-

এর বাড়ীতে পৌঁছলাম। বাড়ীর দারোয়ানকে বললাম, তাঁকে বল, জাবের আপনার বাড়ীর দরজায়। ভিতরে খবর পৌঁছতেই আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তড়িঘড়ি করে দরজায় পৌঁছলেন। সাহাবী জাবের বলেন, তাড়াহুড়ার কারণে তার কাপড় মাটিতে ছেঁচড়াচ্ছিল। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমিও তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। অতঃপর আমি তাকে বললাম, ক্বিছাছ বিষয়ে একটি হাদীস তোমার নিকটে আছে বলে আমি সংবাদ পেয়েছি। আমি এই ভয়ে চলে আসলাম, যদি এ হাদীস শ্রবণের পূর্বে তুমি মারা যাও বা আমি মারা যাই। আমাকে হাদীসটি শুনাও! তখন তিনি হাদীস শুনালেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত করা হবে... কোন জান্নাতী জান্নাতে ও জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তার নিকটে কারো কোন হক্ব থাকলে তার ক্বিছাছ আদায় করা হবে তথা পরিশোধ করা হবে—যদিও তা একটা চড় হয়...। হাদীস শ্রবণ শেষ হতেই জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মদীনার রাস্তা ধরলেন।[৩৯]

মূসা ইবনে উকবা বলেন,

وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس

“আমাদের নিকট কুরাইব উট বোঝাই কিতাব রাখলেন, যা তিনি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন।”[৪০]

বিখ্যাত গবেষক শাইখ মুস্তাফা আল-আযমি তার ‘দিরাসাত ফিল হাদীসিন নাবাবী’ গ্রন্থে হাদীস লিপিবদ্ধকারী ৪৯ জন সাহাবী, তার পরবর্তি ৮৭ জন তাবেয়ী এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর তাবে তাবেয়ীদের ২৫১ জনের তালিকা দলিলসহ বর্ননা করেছেন।

সাহাবীদের যুগে লিপিবদ্ধ কিছু সহীফা:

- সহীফা আবু মূসা আল-আশআরী
- সহীফা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ
- নুসখা সামুরা ইবনে জুনদুব; হাফেয ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তাহযীবুত তাহযীব'-এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
- কিতাব সাদ ইবনে উবাদা; ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের কিতাবুল আহকামে এ কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন।
- সহীফা আবু সালামা আল-আশজাঈ
- আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সহীফাহ; যা খত্বীব আল-বাগদাদী তার সনদে আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে সাদাকাহ তথা যাকাত উসূল করার জন্য প্রেরণ করেন, তখন যাকাতের নিসাব নিয়ে বিস্তারিত তথ্যবহুল একটি সহীফা বা ছোট গ্রন্থ প্রেরণ করেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীল-মোহর ছিল। তাতে লিখা ছিল: ....এ হচ্ছে যাকাতের ফরয নিসাব, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের ওপর ফরয করেছেন।...[৪১]
- আলী ইবন আবী ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সহীফাহ; যা খত্বীৰ আল-বাগদাদী ও ইবন আব্দিল বার রাহিমাহুমাল্লাহ তাদের সনদে আলী ইবন আবী ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনেক সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি একদিন খুতবাহ দিলেন, অতঃপর তাতে বললেন, 'যে কেউ মনে করবে আমাদের কাছে এমন কিছু আছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং যা এ সহীফাহ বা ছোট্ট পুস্তিকাতে নেই, তবে সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে।'[৪২]
- আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সহীফাহ; যা ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থের কিতাবুল জিহাদে নিয়ে এসেছেন।
- জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার সহীফাহ
- আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সহীফাহ; যা হাম্মাদ ইবন মুনাব্বিহ আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।
- আমর ইবন হাযমসহ অন্যদের থেকেও বর্ণিত আছে যে, তারা হাদীস লিখতেন।

সাহাবীরা কেন হাদীস সংকলন করেননি?

আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল আল্লাহ তাআলার দেয়া এক অনন্য নেয়ামত। আরবরা তাদের তুখোর স্মৃতিশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কবিতার পাশাপাশি বংশবিদ্যা শাস্ত্র নিয়েও তারা গর্ব করতো। ইসলাম পূর্ব আরবরা হাজার হাজার কবিতা, তাদের বংশের ব্যক্তিদের নাম ও গুণাবলী, এমনকি তাদের উটের বংশের সনদ পর্যন্ত মুখস্ত রাখত। আরবদের অধিকাংশ উম্মি হওয়ায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব স্মৃতিতেই ধারণ করতেন। একটি বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার শুনেই উমর আবিরার ১৫০ লাইনের একটি বিরাট কবিতা মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।[৪৩]

ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ) বলেন,

إِنِّي لَأَمُرُ بِالْبَقِيعِ فَأَسُدُّ آذَانِي مَخَافَةَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْخَنَا فَوَ اللَّهِ مَا دَخَلَ أُذُنِي شَيْءٌ قَطُّ فَنَسِيتُهُ.

“আমি যখন বাক্বী কবরস্থান অতিক্রম করি, তখন আমার কান বন্ধ করে নিই এই ভয়ে যে, তাতে মন্দ জিনিস প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর কসম! আমার কান দিয়ে যাই প্রবেশ করেছে, আমি তা ভুলিনি।”[৪৪]

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদের উটের বংশ সনদ মুখস্ত জানতেন। এমনকি জাহেলী যুগের আরবরা উটের মল দেখে বলে দিতে পারত এটি কোন স্থানের, কোন গোত্রের উট।

এসব থেকেই বোঝা যায় যে, সাহাবীরা হাদীস সংকলন করেননি কারণ হাদীস সংকলনের প্রয়োজন পরেনি। এর সবচেয়ে বড় প্রমান এই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর ইয়ামামার যুদ্ধে একাধিক হাফেজ শহীদ হওয়ার পর প্রথমবার উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের একটি পুর্নাঙ্গ মুসহাফ সংকলন করার কথা চিন্তা করেন।

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন,

إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَإِنِّي لَأَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ.

“ইয়ামামার দিন কুরআনের ক্বারীগণকে ব্যাপকহারে হত্যা করা হয়েছে। আর আমি আশংকা করছি, অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও কারীদের হত্যা বাড়তে পারে। তখন কুরআনের বিরাট অংশ হারিয়ে যেতে পারে। আমি মনে করি, আপনি কুরআন জমা করার নির্দেশ দেন।”

এ কথা শুনে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অবাক হয়ে বলেন,

كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“আমি সে কাজ কিভাবে করব, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি!” [৪৫]

তারপর অনেক চিন্তা ভাবনার পর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশে সাহাবীদের কাছে থাকা কুরআনের কপিগুলোকে সংগ্রহ করে এই প্রথমবার কুরআনের পুর্নাঙ্গ লিখিত কপি সংকলন করা হয়। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের পর সেই কপি উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এবং উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর সেই কপিটাকে উম্মুল মু’মিনীন হাফসা ররাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সংগ্রহ করেন। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের একাধিক আহরুফ নিয়ে মুসলামদের মাঝে বিশৃঙ্খলা এড়াতে শুধুমাত্র কুরাইশদের আহরুফ অনুযায়ি কুরআন সংকলন করেন এবং কুরআনের বাকি সব মুসহাফ আগুনে পুড়িয়ে দেন।

কুরআন সংকলনের প্রয়োজন না পরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় পুরো কুরআন সংকলন করে যাননি। ঠিক তেমনি হাদীস সংকলনের প্রয়োজন না পরায় খুলাফায়ে রাশিদিনের কেউ হাদীস রাষ্ট্রীয়ভাবে সংকলন করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত পর্যন্ত ফিতনার দরজা বন্ধ ছিল, উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের মাধ্যমে ফিতনার দরজা ভেঙ্গে ফেলা হয়, তারপর থেকেই ফেতনার সুচনা।

হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! সে (ফিতনার) ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, আপনার ও সে ফিতনার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে? হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে।[৪৬] অন্য বর্ননায় হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দরজাটি উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজেই।

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর একে একে নতুন নতুন ফিতনার সুচনা ঘটে, মুনাফিক, মিথ্যাবাদীদের সংখা দিন দিন বাড়তে থাকে। এর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের বর্ণনা যাচাইয়ের প্রয়োজন ছিল না কারণ সবাই ছিলেন ন্যায়পরায়ন। কিন্তু পরবর্তি জমানায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস জাল করা শুরু হয়, মিথ্যাবাদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে এমন এমন কথা বানিয়ে বলতো

যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও বলেননি। ফিতনা থেকে বাচতে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসকে হেফাজতে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এবং বড় বড় তাবেয়ীরা হাদীস বর্ণনায় কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করেন। সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাবেয়ীদের হকপন্থি দলকে 'আহলুস সুন্নাহ' এবং মিথাবাদী, মুনাফিক, ফিতনা সৃষ্টিকারীদের বুঝাতে 'আহলুল বিদআত' পরিভাষার উদ্ভব হয়।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন বলেন,

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ

"তাঁরা (সাহাবীগণ) হাদীসের সনদ বা তথ্যসূত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতেন না। যখন (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে) ফিতনা-ফাসাদ ঘটে গেল তখন তাঁরা বললেন: তোমাদেরকে যারা হাদীস বলেছেন তাদের নাম উল্লেখ কর। কারণ দেখতে হবে, তারা যদি আহলুস সুন্নাত বা সুন্নাত পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর তারা যদি আহলুল বিদআত বা বিদআত পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।"[৪৭]

সাহাবীরা ন্যায়পরায়ন ছিলেন না?

প্রাচ্যবিদ এবং আহলে কুরআন বা হাদীস অস্বীকারকারীরা আপত্তি করে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-দের ন্যায়পরায়নতা নিয়ে, তাদের দাবি সাহাবীরা ন্যায়পরায়ন ছিলেন না, তাই তাদের সুত্রে বর্নিত হওয়ায় কোন হাদীস গ্রহনযোগ্য না। আল্লাহর কসম, এই আপত্তি হাদীসের বিরুদ্ধে না বরং পুরো ইসলামের বিরুদ্ধে। কারণ যেই সাহাবীদের সুত্রে আমরা হাদীস পেয়েছি ঠিক একই সুত্রে আমরা কুরআনও পেয়েছি। তাই সাহাবীদের সততা, আমানতদারিতা ও ন্যায়পরায়নতা নিয়ে আপত্তি তোলা মানে পুরো ইসলামের ভিত্তিকে আঘাত করা।

নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের প্রত্যেক সাহাবী সর্বোচ্চ পরিমাণে সৎ, সর্বোচ্চ পরিমাণে আমানতদার এবং সর্বোচ্চ পরিমাণে ন্যায়পরায়ন। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার সম্পুর্ণ জামাআত জান্নাতি কারণ তাদের জান্নাতের সার্টিফিকেট স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।" [সূরা আত-তওবা, আয়াত: ১০০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خَيْرُ النَّاسِ قرنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم .

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা'।"[৪৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

"বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন: আমি ও আমার সাহাবীগণ যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[৪৯]

তিনি আরো বলেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

"তোমরা আমার সাহাবীদিগকে গালি দিওনা। সেই সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! যদি তোমাদের কেউ উহুদ সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা তার অর্ধেকের সমতুল্য হবে না।"[৫০]

ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ.

“তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণকে গালি দিও না! তোমাদের সারা জীবনের আমলের চেয়ে তাদের এক ঘণ্টা অনেক উত্তম।”[৫১]

উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে একদল লোক বললো, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-সহ সমস্ত সাহাবীরা কাফির হয়ে গেছে। ফলে তারা সবার রক্ত হালাল ঘোষণা করলো। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত করলেন। তারা ছিল খারেজী।

অন্যদিকে একদল লোক আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কেই খোদা ঘোষণা করলেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলেন। এই সময়ে এই দুই বাতিল ফিরকার মাঝে অধিকাংশ সাহাবীরা ছিলেন মধ্যমপন্থী, তারা কোন দলেই গেলেন না। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা ওই দুই ফিরকাকে ‘আহলুল বিদআত অর্থাৎ বিদআত এর অনুসারী’ ঘোষণা করলেন। বিদআত মানে দ্বীন ইসলামে, শরীয়তের নতুন কিছু সংযোজন করা, নতুন কিছু তৈরি করা। তাদের বিপরীতে সাহাবীরা নিজেদের ঘোষণা করলেন- ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত’। ‘আহলুস সুন্নাত’ মনে সুন্নাতের অনুসারী। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত তথা হাদীস অনুসরণ করে তারাই আহলুস সুন্নাত। ‘ওয়াল জামাআত’ এর ‘জামাআত’ মনে দল। কাদের দল? সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীদের, অর্থাৎ ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের জামাআত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

“বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন: আমি ও আমার সাহাবীগণ যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।”[৫২]

তিনি আরও বলেন,

إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

“নিশ্চয় এ উম্মাহ একাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত প্রত্যেক দলই জাহান্নামে যাবে। সেটি হলো আল-জামাআত।”[৫৩]

তিনি আরও বলেন,

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خَيْرُ النَّاسِ قرنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم .

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা'।"[৫৪]

খারেজী, রাফিজী (শিয়া) থেকে শুরু করে মু'তাজিলা, জাহমিয়া, মুশাব্বিহা, মুয়াত্তিলা, মুরজিয়া, জাবারিয়া, কাদারিয়া ইত্যাদির ধারাবাহিকতায় বর্তমান আহলে কুরআন, হাদীস অস্বিকারকারীসহ ইসলামের সকল ফিরকার কমন পয়েন্ট—আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত এবং সাহাবী তাবেয়ীদের ফাহম (বুঝ)-কে অস্বীকার করা। তাই এরা সবাই হাদীসে উল্লেখিত ৭২ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। আর মুক্তিপ্রাপ্ত দল মাত্র একটি, যারা আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত এবং সাহাবীদের জামাআতকে আকড়ে ধরে। তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রচলিত হাদীস কী সত্যিই রাসূলের হাদীস?

বর্তমানে আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেই হাদীসগুলো আছে তা কি আসলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস কিনা, এর নিশ্চয়তা আমরা পাই হাদীসের সনদ থেকে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবার শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জীবনী, তার কথা, কর্ম, কাজ ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য ইতিহাসে নতুন একটি শাস্ত্রের উদ্ভাবন করা হয়। সাহাবীদের সময় থেকেই হাদীসের সনদ বা তথ্য সুত্র বলার রীতির সুচনা হয় এবং পরবর্তি মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্রের সনদ যাচাই পদ্ধতি বিকশিত করে এবং সনদ সংরক্ষণে ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সনদ বলতে বুঝায় তথ্যসুত্র। ইংরেজিতে একে বলে Chain of Authorities.

২য় হিজরী শতকের ইমাম মালিক কর্তিক বর্ণিত একটি হাদীস সনদসহ দেখা যাক,

مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

"মালিক, আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আরাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: এ দিনের মধ্যে একটি সময় আছে কোনো মুসলিম যদি সে সময়ে দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে, এ সুযোগটি স্বল্প সময়ের জন্য।"[৫৫]

উক্ত হাদীসটি ইমাম মালিক শুনেছেন আবুয যিনাদ থেকে, আবুয যিনাদ শুনেছেন আরাজ থেকে, আরাজ শুনেছেন সাহাবী আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, আবু হুরাইরা শুনেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। হাদীসের এ অংশকে বলা হয় সনদ। আর হাদীসের মূল বক্তব্যকে বলা হয় মতন। এভাবে একটা হাদীসের সনদ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে হাদীসের মতন আসলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য।

হাদীসের প্রত্যেক রাবি (বর্ণনাকারী) ন্যায়পরায়ন হওয়া, রাবিদের স্মৃতিশক্তি মজবুত হওয়া, সনদ মুত্তাসিল হওয়া অর্থাৎ সনদ বিচ্ছিন্ন না হওয়া, হাদীস 'শায' না হওয়া এবং হাদীসে কোন গোপন বা সূক্ষ্ম ত্রুটি না থাকা। এইসব শর্তের মাধ্যমে মুহাদ্দিকগণ সহীহ হাদীসকে জাল হাদীস থেকে আলাদা করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস সংরক্ষণে মুহাদ্দিসরা সনদ বা ইসনাদ শাস্ত্রের পাশাপাশি উলুমুল হাদীস, রিজাল শাস্ত্র, জরাহ ওয়াত তাদিল শাস্ত্রের মতো শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন। শুধুমাত্র হাদীসের হেফাজতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কর্ম, এমনকি তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বর্ণনা, সাহাবীদের জীবনী, লক্ষ লক্ষ রাবিদের জীবনী, ব্যক্তিজীবনে তাদের ন্যায়পরায়ণতা, শিক্ষা, আমল, আখলাক, জন্ম তারিখ, মৃত্যু তারিখ, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদির হাজার হাজার পৃষ্ঠার কাজ মুহাদ্দিসরা সংরক্ষণ করেছেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

এজন্য সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আসমানের পাহারাদার হচ্ছেন মালায়িকা তথা ফিরিশতাগণ, আর যমীনের পাহারাদার হচ্ছেন হাদীস বিশারদ ও হাদীসের অনুসারীগণ।"[৫৬]

সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ আরও বলেন,

وجل أحدا يكذب في الحَدِيث مَا ستر الله عز

"মহান আল্লাহ এমন কোন মিথ্যুককে গোপন রাখেননি, যে মুহাদ্দিসগণের নিকট ধরা পড়েনি।"[৫৭]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, “সনদ হচ্ছে দীনের অন্তর্ভুক্ত; যদি সনদ না থাকতো তাহলে যে যা ইচ্ছা বলতো।”[৫৮]

ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহ ইসহাক ইবন আবদুল্লাহকে বলেন, হে ইসহাক্ব, তুমি এমন সব হাদীস নিয়ে আস, যার কোনো লাগাম নেই, কোনো রশিও নেই, যখন তুমি হাদীস বর্ণনা করবে তখন অবশ্যই সনদ বর্ণনা করবে।[৫৯]

ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, “যে কেউ সনদ ব্যতীত ইলম অর্জন করে সে তো রাতের লাকড়ি জমাকারী, হতে পারে তাতে বিষাক্ত সাপ থাকবে যা তাকে ছোবল মারবে, সে বুঝতেই পারবে না।”[৬০]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সীরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, “ইলম হচ্ছে দ্বীন, সুতরাং তোমরা দেখে নাও কার থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন অর্জন করছ।”[৬১]

প্রাচ্যবিদরা মুহাদ্দিদের ওপর মিথ্যারোপ করে যে, মুহাদ্দিসরা শুধুমাত্র হাদীসের সনদ যাচাই করেন, মতন যাচাই করেন না। কিন্তু মুহাদ্দিসদের উল্লেখিত পাঁচটি শর্তের মধ্যে শেষের দুইটি শর্তই মতন সম্পর্কিত। তাছাড়াও মতনের কারণেই সহিহ হাদীসের দুটি শ্রেণী যুক্ত করা হয়—‘সহীহ লি গাইরিহি’ এবং ‘হাসান লি গাইরিহি’।

হাদীস শাস্ত্র এই উম্মাহর প্রতি আল্লাহ তাআলার এক আশ্চর্য নেয়ামত। যারা এর উপর ভ্রান্ত আপত্তি তুলে তারাই আবার মজবুত কোন দলিল বা সনদ ছাড়াই সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল ইত্যাদি মেনে নেয়। এমনকি তাদের কিতাব বাইবেল সংকলকনের ক্ষেত্রে তারা পুস্তকগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই তো দূরের কথা দাবিই করেনি। খ্রিষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের নামে কয়েকশত পুস্তক প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত এগুলো গ্রহণ বা বর্জন চলতে থাকে। মার্সিওন, আরিয়ানুসসহ পরবর্তী খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা বাইবেলের নতুন নিয়ম সংকলনে বিদ্যমান পুস্তকগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের প্রয়োজনবোধ করেননি বরং বিভিন্ন উদ্ভট যুক্তি দিয়েছেন। যেমন আরিয়ানূস দাবি করেছেন যে, “পৃথিবীর চার কোণ, বায়ু চার প্রকার, ঈশ্বরের সিংহাসনের বাহক চার জন, কাজেই ইঞ্জিল চারটার বেশি বা কম হতে পারে না।”[৬২]

এর ফলেই রোমান কেথোলিক বাইবেলে পুস্তক সংখ্যা ৭৬, অর্থোডক্সে ৮৬, প্রোটেস্টেন্ট বাইবেলে ৬৬ ছাড়াও বাইবেলের একাধিক ভার্শন বিদ্যমান। রয়েছে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা এবং আকাশ পাতাল ভিন্নতা। এদিকে আমাদের কুরআন এক, সুন্নাহও এক। তাই কথায় বলে, ‘কাচের ঘরে বসে অন্যের ঘরে ঢিল মারতে নেই।’

হাদীসের সত্যতা যাচাই

আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ছাত্র ছিলেন হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ। তিনি আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীসের একটি সহীফা তৈরি করেন এবং সেই সহীফা থেকে দারস দিতেন। তার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মামার ইবনে রাশেদ। এবং তার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক' এর লেখক ইমাম আব্দুর রাজ্জাক। বুখারী এবং মুসলিমের মতো ইমামগণ উক্ত সহীফা থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে এই সহীফার সকল হাদীস এনেছে। যুগের পরিক্রমায় এই সহীফার আলাদা দারস বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এই যুগে এসে বার্লিনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে এই সহীফার একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন ড. হামিদুল্লাহ। পাণ্ডুলিপি তাহকিক করার পর দেখা যায় ইমাম আহমেদ রহিমাহুল্লাহ-এর মুসনাদে বর্ণিত হাদীসগুলোর সাথে এই পাণ্ডুলিপির হাদীসগুলোর একটা অক্ষরেরও কম-বেশ নেই। আল্লাহু আকবার।

আবু যুরআ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

وَارَةً وَتَسْأَلُهُ عَنْهُ وَلَا تُخْبِرُهُ بِأَنَّكَ قَدْ سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَيَذْكُرُ عِلَّتَهُ، ثُمَّ تَقْصِدُ أَبَا حَاتِمٍ فَيُعَلِّلُهُ ثُمَّ تُمَيِّزُ كَلَامَ كُلٌّ مِنَّا عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَنَا خِلَافًا فِي عِلَّتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنَّا تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ وَإِنْ وَجَدْتَ الْكَلِمَةَ مُتَّفِقَةً فَاعْلَمْ حَقِيقَةَ هَذَا الْعِلْمِ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِلْهَامُ.

একদা তাঁকে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হাদীসের ত্রুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে আপনাদের দলীল কি? তখন তিনি জবাবে বলেন, তুমি আমাকে এমন এক হাদীস জিজ্ঞেস কর, যাতে ত্রুটি আছে। আমি তোমাকে ত্রুটি বলে দিব। তারপর তুমি মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমের নিকট গিয়ে তাকেও একই প্রশ্ন করবে। আর তাকে জানাবে না যে, তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করেছ। সে তোমাকে হাদীসের ত্রুটি জানাবে। অতঃপর তুমি আবু হাতিমের নিকট যাবে সেও তোমাকে হাদীসের ত্রুটি জানাবে। অতঃপর তুমি এই হাদীসের উপর সকলের মন্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করবে। যদি দেখ আমরা সবাই ত্রুটি বিষয়ে আলাদা মন্তব্য করেছি, তাহলে বুঝবে আমরা সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্যে কথা বলেছি। আর যদি দেখ সকলের মন্তব্য এক, তাহলে এই ইলমের বাস্তবতা বুঝে নিও! লোকটি পরীক্ষা করে দেখল তাদের সকলের মন্তব্য এক। তখন ব্যক্তিটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় এই জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত ইলহাম।[৬৩]

এ থেকেই প্রমানিত হয় যে, মুহাদ্দিসগণ হাদীসের আমানত রক্ষায় শতভাগ সফল। হাদীস সংরক্ষণের মুহাদ্দিসদের আশ্চর্যজনক কারনামা আল্লাহ তাআলায় কুদরত ছাড়া অসম্ভব। এসব আল্লাহ তাআলার 'যিকর' সংরক্ষণের ওয়াদার ফসল।

এজন্য শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বিষয়টির গুরুত্ব প্রদানে বলেন, “ইলমুল ইসনাদ ও ইলমুর রিওয়ায়াহ এ দুটি আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে বিশেষভাবে দান করেছেন। এ বৈশিষ্ট্য আর কারও নেই। আল্লাহ তাআলা এটাকে করেছেন জ্ঞানের সিঁড়ি। কারণ আহলে কিতাবদের কোনো সনদ নেই, যা দিয়ে তারা তাদের বর্ণিত জিনিসগুলো সাব্যস্ত করবে। অনুরূপভাবে এ উম্মতের বিদআতী ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়, তারাও এ নিআমত থেকে বঞ্চিত। সনদ তো কেবল তাদের জন্যই রয়েছে যাদের ওপর আল্লাহ তাদের নিআমত ও দয়াকে বড় করে দিয়েছেন। ইসলাম ও সুন্নাহর অনুসারীরা তা দিয়ে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, বাঁকা ও সোজা ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হন। পক্ষান্তরে বিদআতী ও কাফেররা তারা তো কেবল কিছু কাহিনী ও ঘটনা সনদবিহীন বর্ণনা করতে পারে, তারা তাদের দীনে এগুলোর ওপর ভরসা করে, ফলে তারা হক্ক ও বাতিলের পার্থক্য করতে পারে না।”[৬৪]

তাবেয়ীদের হাদীস চর্চা

খতীব আল-বাগদাদী তার সনদে ইমাম আমের আশ-শাবী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, “যখন তুমি কোনো হাদীস শুনবে, তখনি তা লিখে রাখবে, যদিও তা কোনো দেয়ালের উপর হয়, এটি পুস্তিকায় রাখার চেয়েও উত্তম: কারণ হতে পারে তুমি একদিন এর প্রতি মুখাপেক্ষী হবে।”[৬৫]

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “কিতাবে আবদ্ধ করার মতো আর কোথাও ইলমকে আবদ্ধ করা যায় না, আমরা তো হাদীস লিখি যাতে সেটাকে যথাযথ সংরক্ষণ করতে পারি।”[৬৬]

সাঈদ ইবন জুবাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার কাছ থেকে আমার সহীফায় হাদীস লিখতাম, অবশেষে তা পূর্ণ হয়ে যেত, তারপর আমি আমার জুতার উপরিভাগে লিখে রাখতাম, তারপর হাতের তালুতে।”[৬৭]

সালেহ ইবন কায়সান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও যুহরী একসাথ হলাম, আমরা তখন জ্ঞান অর্জনের পথে বের হয়েছিলাম, আমরা বললাম, আমরা হাদীসসমূহ লিখে নিব, ফলে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদীস এসেছে সেগুলো লিখে নিলাম। তারপর বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের কাছ থেকে যেসব আছার এসেছে সেগুলোও লিখে নিব; কারণ তাও সুন্নাহ। তখন আমি বললাম, এগুলো সুন্নাহ নয়, সুতরাং আমি তা লিখবো না। সালেহ ইবন কাইসান

বলেন, অতঃপর যুহরী তা লিখে রাখলেন কিন্তু আমি তা লিখলাম না। ফলে তিনি সফলকাম হলেন আর আমি বিফল হলাম।[৬৮]

ইবন শিহাব আয-যুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, “যদি পূর্বদিক (ইরাক্ব) থেকে এমন কিছু হাদীস আমাদের কাছে না আসতো, যা আমাদের কাছে দৃষ্টিকটু ঠেকে, যেগুলো আমাদের কাছে পরিচিত ছিল না, সেগুলোর রোধকল্পেই আমরা হাদীস লিখেছিলাম, নতুবা আমরা হাদীস লিখতাম না এবং তা লিখে রাখার অনুমতিও দিতাম না।”[৬৯]

খত্বীব আল-বাগদাদী বিভিন্ন সূত্রে মুওয়াওয়িয়াহ ইবন কুরাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, “যারা হাদীস লিখে রাখতো না, আমরা তাদের ইলমকে ইলমই মনে করতাম না।”[৭০]

আবু কিলাবা বলতেন, “আমার কাছে ভুলে যাওয়া থেকে লেখা বেশি প্রিয়।”

কাতাদাহ ইবন দিআমাহ আল-বসরী হাদীস লিখে রাখতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি এই আয়াত দিয়ে দলীল দিতেন, “তিনি বললেন, এর জ্ঞান আমার রবের কাছে কিতাবে আছে। আমার রব ভুলেন না এবং বিস্মৃতও হন না।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৫২]

তাবেয়ীদের যুগে লিখিত সহীফা:

- সহীফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ
- আবুয যুবায়ের মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম
- সহীফা আবু হুমায়দ আত-ত্বীল
- আবু বুরদা
- আইয়ূব আস সাখতিয়ানী
- সহীফা হিশাম ইবনে উরওয়া
- সাঈদ ইবন জুবাইর এর সহীফা বা সহীফাসমূহ; যিনি ছিলেন ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার ছাত্র।
- বাশীর ইবন নাহীক এর সহীফা; যা তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে লিখেছেন।
- মুজাহিদ ইবন জাবার রহিমাহুল্লাহ এর সহীফাসমূহ; যা তিনি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে লিখেছেন। তিনি কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত বেশ কয়েক খাতা লিখেন। আবু ইয়াহইয়া আল-কিনানী বলেন, “মুজাহিদ আমাকে নিয়ে তাঁর কামরায় যেতেন,

সেখানে আমার কাছে তার লিখা কিতাবগুলো বের করে দেখাতেন, অতঃপর আমি সেগুলো কপি করে নিতাম।”[৭১]

- কাতাদাহ ইবন দিআমাহ এর সহীফা
- আবু আবদুল্লাহ মাকহুল এর গ্রন্থ; যেখানে সুনানের কিছু হাদীস ছিল।
- ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ এর সহীফা
- আবুয যুবাইর মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন তাদরুস আল-মাক্কীর সহীফা; যিনি জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র ছিলেন।
- যাইদ ইবন আবী আনীসা আর-রুহাওয়ীর সহীফা
- আবু কিলাবাহ এর সহীফা
- আইয়্যুব ইবন আবী তামীমাহ আস-সাখতিয়ানীর সহীফা
- হিশাম ইবন উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর-এর সহীফা

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর হাদীস চর্চা

যুগের প্রয়োজনে খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি হওয়ার পর থেকে মুসলিম উম্মার আলেমগণ পুরোদমে হাদীস সংকলন শুরু করেন। এসময় সহীফার বদলে জামে, মুসনাদ, মুয়াত্তা, মুসান্নাফ হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয় এবং বিশেষ শিরোনামে কিছু গ্রন্থ লেখা হয়, যেমন যেমন আল-জিহাদ, আয-যুহদ, আল-মাগাযী, আস-সিয়ার ইত্যাদি। এ শতাব্দীতেই প্রথমবার বিষয়ভিত্তিক হাদীসগ্রন্থ সংকলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের ফতোয়ার সংকলন এবং জরাহ ও তাদিল শাস্ত্র সংকলিত হয়।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ প্রখ্যাত তাবেয়ী আবু বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযমকে হাদীস সংকলন করার আদেশ প্রদান করেন। তিনি তাকে বলেন, “তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হাদীসগুলো লিখে পাঠাও। আরও পাঠাও আমরা বিনতে আবদুর রহমানের হাদীস। আমার ভয় হচ্ছে, জ্ঞান হারিয়ে যাবে আর জ্ঞানীরা চলে যাবে।”[৭২]

অনুরূপভাবে উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইবনে হিশাম আয-যুহরী রহিমাহুল্লাহকে সুন্নাহ জমা করার আদেশ দেন। আর ইমাম যুহরী তা পাতায় পাতায় সংকলন করেন। অতঃপর খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয প্রতিটি শাসিত অঞ্চলে তার একটি খাতা পাঠান।[৭৩]

দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর সংকলিত হাদীসের গ্রন্থ সমূহ:

- মুআত্ত্বা, ইমাম মালেক ইবন আনাস
- মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক
- কিতাবুয যুহদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক
- কিতাবুল জিহাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক
- জামে মামার ইবনে রাশেদ
- মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক
- জুয সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা
- কিতাবুয-যুহদ, ওয়াকী ইবনে জাররাহ
- কিতাবুল ক্বাদার, অব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব
- আছার আবি ইউসুফ
- সুনানে মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আবী যিব
- সুনানে যায়েদা ইবন কুদামা
- আল-জামে, আবু আব্দুল্লাহ সুফইয়ান ইবন সাঈদ আস-সাওরী
- সুনানে ইবরাহীম ইবন ত্বাহমান
- আল-খারাজ, কাযী আবু ইউসুফ
- আছার, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী
- যুহদ ওয়াকী ইবনুল জারাহ
- আল-জামে, আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহাব

এছাড়াও হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেন,

- আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ইবন আব্দুল আযীয ইবন জুরাইজ
- মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব ইবন ইয়াসার আল-মুত্তালেবী
- সাঈদ ইবন আবী আরূবাহ
- আবু আমর আব্দুর রহমান ইবন আমর আল-আওযাঈ
- রবী ইবন সুবাইহ আল-বাসরী
- শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ
- লাইস ইবন সাদ আল-ফাহমী
- আবু সালামাহ হাম্মাদ ইবন সালামাহ ইবন দীনার
- ইসমাঈল ইবন জাফর আল-মাদানী
- জারীর ইবন আব্দুল হামীদ আদ্ব-দ্বাব্বী
- সুফইয়ান ইবন উয়াইনাহ

তৃতীয় শতাব্দীর হাদীস চর্চা

তৃতীয় শতাব্দীকে হাদীস সংকলনের গোল্ডেন এরা বা স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই সময়ে জগদ্বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহ সংকলিত হয়। এছাড়াও এই সময়ে আলাদাভাবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীস সংকলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও তাবেয়ীগনের ফতোয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন মাসালার উপর স্বতন্ত্র বই, উসুলে হাদীস, জরাহ ও তাদিলের মূলনীতি, রিজাল শাস্ত্র তথা রাবিদের জীবনী ইত্যাদি সংকলিত হয়।

তৃতিয় হিজরী শতাব্দীর সংকলিত হাদীসের গ্রন্থ সমূহ:

ড. আকরাম আল উমারি এই শতাব্দীতে সংকলিত প্রায় পঞ্চাশটি বইয়ের নাম উল্লেখ করেন। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী-র সহীহ
- আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী-র সহীহ
- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ-র সুনান
- আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস আল-আযদী আস-সিজিস্তানী-র সুনান
- আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ আত-তিরমিযী-র সুনান
- আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবন শুআইব ইবন আলী আন-নাসায়ী-র সুনান
- মুসনাদ, আবু বকর ইবন আবী শাইবাহ
- মুসান্নাফ, আবু বকর ইবন আবী শাইবাহ
- আল-মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক ইবন হাম্মাম আস-সানআনী
- মুসনাদ হুমায়দী
- কিতাবুল ফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ
- সুনানে সাঈদ ইবনে মানছুর
- মুসনাদ ইবনুল জাদ
- মুসনাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ
- জুয ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন
- মুসনাদ ও যুহদ, আহমাদ ইবন হাম্বল
- ফাযায়েলে ছাহাবা, আহমাদ ইবনে হাম্বাল
- মুসনাদ আবদ ইবনে হুমায়দ

- মারাসীল আবু দাউদ
- কিতাবুয-যুহদ, ইমাম আবু দাউদ
- আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী
- মুসনাদ বাযযার
- সহীহ ইবনু খুযায়মা
- মুনতাক্বা ইবনিল জারূদ
- আল-মুসনাদ, ইবন আবী গারযাহ, আহমাদ ইবন হাযেম আল-কূফী
- মুসনাদ, আবু ইউসুফ আস-সাদৃসী
- আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবন ইবরাহীম আল-খুযাঈ
- আখবারুশ শুয়ূখি ওয়া আখলাকুহুম, আবু বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ
- আল-মুসনাদ, বাকী ইবন মাখলাদ আল-কুরতুবী
- আল-মুসনাদ, আল-হারেস ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী উসামাহ আত-তামীমী আল-বাগদাদী
- মুস্তাখরাজ আলা মুসলিম, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন রাজা আন-নাইসাপুরী
- মুস্তাখরাজ আলা সহীহ মুসলিম, আবুল ফদ্বল আহমাদ ইবন সালামাহ আন-নাইসাপুরী
- মুসনাদ ও আল-উম্ম, মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফেয়ী
- মুসনাদ, আবু দাউদ আত-ত্বায়ালেসী
- মুসনাদ, আসাদ ইবন মুসা
- আল-ঈমান এবং ওয়া মাআলিমুহ ওয়া সুনানুহু ওয়া ইস্তিকমালুহু, আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম
- সুনান, সাঈদ ইবন মনসুর
- মুসনাদ, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর
- মুসনাদ, মুসাদ্দাদ ইবন মুসারহাদ আল-বসরী
- মুসনাদু ইবনুল জাদ
- মুজামু ইবনুল আরাবী
- মুসনাদ, নুআইম ইবন হাম্মাদ
- মুসনাদ, ইসহাক ইবন রাহাওয়িয়াহ
- মুসনাদ, ইয়াহইয়া ইবন আবী উমর আল-আদানী
- আল-মুসনাদ, আবু জাফর আহমাদ আল-বাগাওয়ী
- আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী
- আল-মুসনাদ আব্দ ইবন হুমাইদ

লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্ত করা কিভাবে সম্ভব?

প্রাচ্যবিদ এবং তাদের অনুসারীদের আরেকটি ভ্রান্ত আপত্তি হচ্ছে ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল দশ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন, ইমাম বুখারী ছয় লক্ষ হাদীস মুখস্ত জানতেন। এগুলো কিভাবে সম্ভব?

এর উত্তর বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে যে মুহাদ্দিসরা হাদীস বলতে কি বুঝাতেন। আমরা জানি হাদীসের দুইটা অংশ—সনদ এবং মতন। একই মতনের হাদীসের একাধিক সনদ থাকে এবং মুহাদ্দিসরা প্রত্যেকটি সনদকে আলাদা আলাদা হাদীস হিসেবে ধরেন। যেমন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটা বক্তব্য দশজন সাহাবী শুনেছেন। এখন এই হাদীসটি দশজন সাহাবী থেকে দশটি আলাদা সনদে ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বলের নিকট পৌছেছে। ইমাম আহমেদ রহিমাহুল্লাহ-র নিকট একই হাদীসের দশটি সনদ আছে, এই দশটি সনদ ইমাম আহমেদ হাম্বলের নিকট দশটি হাদীস। এভাবেই হাদীসের সনদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় হাদীসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

এরপরও হাদীসের সংখ্যা একেবারে কম না। বর্তমানেও পৃথিবীতে অসংখ্য হাদীসের হাফেযগণ বিদ্যমান। বর্তমানেও প্রচুর পরিমাণ অল্প বয়সী বাচ্চারা আছে যাদের সমবয়সীরা দশটা কবিতা মুখস্ত রাখতে পারে না কিন্তু তারা পুরো ত্রিশ পারা কুরআনের হাফেয। ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ ৬৭ বছর হায়াত পেয়েছিলেন, এর মধ্যেই প্রায় ৫৯১ টি কিতাব রচনা করে গেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে যতো সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন, আমাদের পক্ষে সেই পরিমাণ পড়াও দুষ্কর। তাই বর্তমান যুগের সাথে কিয়াস করে ঐ যুগের সমীরকণ মিলানো সম্ভব না।

আবার প্রাচ্যবিদরা ইমাম বুখারীর নামে মিথ্যাচার করে বলে, ইমাম বুখারী ছয় লক্ষ হাদীস থেকে মাত্র সাত হাজার হাদীস সহিহ বুখারীতে এনেছেন, তার মানে বাকি সব হাদীস বানোয়াট, জাল। ডাহা মিথ্যাচার। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই বিষয়ভিত্তিক হাদীস সংকলনের সুচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বুখারী রহিমাহুল্লাহ শতভাগ সহীহ বিষয়ভিত্তিক সংকলনের পরিকল্পনা করেন এবং সংকলন শেষে এর নাম দেন—'আল-জামিউল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি'। নাম থেকে প্রমানিত হয় যে এটি বুখারী সহিমাহুল্লাহ-র 'সংক্ষিপ্ত সহীহ সংকলন'।

একদা বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার শায়খ ইসহাক ইবনে রাহবিয়ার রহিমাহুল্লাহ মজলিসে ছিলেন। এতে শায়খ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যদি আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে এই তাওফিক

দিতেন যে, তিনি এমন একটা হাদীসগ্রন্থ সংকলন করতেন। যা সংক্ষিপ্ত এবং মর্যাদার দিক থেকে উন্নত। সাথে সাথে আমলকারীরাও যা থেকে নিঃসন্দেহে আমল করতে পারত”।

উস্তাযের এ কথাটি ইমাম বুখারীর মনে রেখাপাত করে। তাই তিনি নিজেই এই দায়িত্ব পালনে মনস্থির করেন।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি এ গ্রন্থে সহীহ হাদীস ব্যতীত একটি হাদীসও সংযোজন করিনি। আর গ্রন্থের পরিধি বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ না করে ছেড়ে দিয়েছি।”[৭৪]

অর্থ্যাৎ, এ গ্রন্থের বাইরেও অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। এই জন্যে প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীসের কিতাবকে ‘সিহাহ সিত্তাহ’ এর বদলে ‘কুতুবে সিত্তাহ’ বলা অধিক নিরাপদ। কারণ, এই ছয় কিতাবেই সব সহীহ হাদীস আছে, এমন ধারণা করা গোমরাহী। এ ছয় কিতাব ছাড়াও অনেক হাদীসের কিতাব রয়েছে যাতে অসংখ্য সহীহ হাদীসের ভান্ডার রয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুল আসার লিআবী ইউসুফ, তাহাবী শরীফ, সহীহ ইবনে খুজাইমা, সহীহ ইবনে হিব্বান, সুনানে দারামী, সুনানে দারা কুতনী, মুসনাদুল হুমাইদী, মুসনাদে ইবনুল জাদ, শুয়াবুল ঈমান লিলবায়হাকী, সুনানুল কুবরা লিলবায়হকী, মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন ইত্যাদি।

হাদীস গ্রহণের ভ্রান্ত মূলনীতি

আহলে কুরআন বা মুনকিরীনে হাদীসদের হাদীস অস্বীকারের অভিনব উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সরাসরি হাদীস অস্বীকার না করে হাদীস গ্রহণে অসার এবং ভ্রান্ত মূলনীতি প্রয়োগ। যেমন কুরআনের বিরোধী হাদীস বর্জন, আকল বিরোধী হাদীস বর্জন, খবরে আহাদ অর্থাৎ একক বর্ণার হাদীস বর্জন ইত্যাদি।

কুরআন বনাম হাদীস

আহলে কুরআন বা হাদিস অস্বীকারকারীরা কুরআনের বিপরীতে হাদীসকে দাড় করিয়ে হাদীস বর্জন করার মুলনিতির সুচনা করে। কিন্তু আদতে কুরআন এবং হাদীসে মাঝে বিপরীত্য থাকা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলা সূরা নুহ-এ নুহ আলাইহিস সালাম-কে রাসূল হিসেবে প্রেরনের কথা বলেছেন [সূরা নুহ, আয়াত: ০১]। এর মানে এই না যে আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালাম বাদে আর কোন রাসূল পাঠাননি কারণ আল্লায় তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (١٦٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا

“নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম, আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া’কূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে প্রদান করেছিলাম যাবূর। আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেইনি। আর অবশ্যই আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৩]

কুরআনের এক আয়াত যেমন অন্য আয়াতকে ব্যাখ্যা করে। ঠিক তেমনি কুরআন এবং হাদীস উভয়ই আল্লাহ প্রদত্ত ওহী, হাদীসও কুরআনকে ব্যাখ্যা করে। পুর্বের আলোচনা দ্বারা যা প্রমানিত। আরও উদাহরণস্বরূপ,

আল্লাহ তাআলা বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ “তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু ও রক্ত।” [সূরা মায়েদা, আয়াত: ০৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায়, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের জন্য দুটি মৃত প্রাণী হালাল করা হয়েছে এবং দুটি রক্ত পিণ্ড হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দুটি হচ্ছে, মাছ এবং টিড্ডি বা ফড়িং জাতীয় প্রাণী। আর রক্ত পিণ্ড দুটি হচ্ছে, কলিজা ও হৃৎপিণ্ড।" ইবনে মাজাহ ৩৩১৪

তাই হাদীস অস্বীকারকারী আহলে কুরআন ভাইদের প্রতি অনুরোধ থাকবে তারা যেন অতি শীঘ্রই মৃত মাছ, কলিজা এবং হৃৎপিণ্ড খাওয়া বন্ধ করে দেন।

আকল বনাম হাদীস

আকলের সাথে হাদীসকে মুখোমুখি দাড় করানোর মূল কারণ হচ্ছে নফসের খায়েসাত এবং পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তি আগ্রাসন। বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী প্রাচ্যবিদদের কাছে জ্ঞানতত্ত্ব অভিজ্ঞতা নির্ভর। তাই তাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের অন্যতম দলিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযাগুলোর কোন দাম নেই। কিভাবে মাত্র দশজনের সমপরিমাণ খাবারে শত শত সাহাবীর পেট ভরে? কিভাবে একটা মাত্র ছাগলের মাংসে দশ হাজার সাহাবীর খিদে মিটে? কিভাবে এক বদনা পানিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত ডুবাতেই ঝর্না তৈরি হয়ে যায়? কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতের ছোয়াতে দুধ শূন্য ওলান নিমিষেই পূর্ণ হয়ে যায়? কিভাবে এক রাতে মক্কা থেকে মায়তুল মাকদিস এবং সেখান থেকে সাত আসমান সফর করা যায়? এগুলোর উত্তর তাদের পক্ষে দেয়া অসম্ভব।

এবার তাদের অনুসারী আহলে কুরআনরা একই প্রশ্ন করে হাদীসকে ইসলাম থেকে বাতিল করতে চায়। কিন্তু তারা বুঝে না যে তাদের এ আপত্তি হাদীসের বিরুদ্ধে নয় বরং পুরো ইসলামের বিরুদ্ধে। কারণ কুরআনের মতো হাদীসও আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত ওহী, একটি ছাড়া অপরটি অসম্পূর্ণ। হাদীস বাদে কুরআনকে নিজের ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা করা যায়, কুরআনে বর্ণিত মুজিযাগুলো অপব্যাখ্যা করা যায়। ফলে ইসলাম হয়ে যায় খায়েশাতের দ্বীন, পশ্চিমাদের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত দ্বীন।

ইসলামে জ্ঞানের সংজ্ঞা ভিন্ন। মুসলমান বিশ্বাস করে যে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ আর আল্লাহর ওহী চুড়ান্ত। এই ওহীতে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনা এবং মুযেজাগুলোও চুড়ান্ত। আগুন মানুষকে জ্বালাতে পারে। কারণ আগুনকে জ্বালানোর ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তিনি আগুনের

স্রষ্টা। তাই আল্লাহ চাইলে আগুনের জ্বালানোর ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারেন। যেমনটা কুরআনে কারিমে আছে, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

"আমরা বললাম, 'হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও'।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৬৯]

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা চাইলেই পারেন তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক রাতে মক্কা থেকে মসজিদে আকসা এবং সেখান থেকে পুরো সাত আসমান ভ্রমন করাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করালেন, আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমরা দিয়েছি বরকত, যেন আমরা তাকে আমাদের নিদর্শন দেখাতে পারি; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ০১]

মক্কার কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা দাবি করায় আল্লাহ তাআলা নির্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুর্নিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ (١) وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

"কিয়ামত কাছাকাছি হয়েছে, আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে, আর তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এটা তো চিরাচরিত জাদু'।" [সূরা কমার, আয়াত: ১-২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ের কাফির আর বর্তমান আহলে কুরআন, উভয়ই সত্য সামনে আসার পরও তা অস্বীকার করে।

হাদীস অস্বীকারকারীদের আকল ও যুক্তি অনুযায়ি হাদীস গ্রহন ও বর্জন করতে হলে আগে ঠিক করতে হবে আকলের মাপকাঠি কোনটা, কার আকল অনুযায়ী আল্লাহর ওহী পরিমাপ করব? গণিত? বিজ্ঞান? যুক্তিবিদ্যা? নাকি দর্শন? এগুলোর একটাও কি ধ্রুব সত্য? বরং একমাত্র ধ্রুব সত্য হচ্ছে ওহী, ওহীর মূল উৎস আল্লাহর কুরআন ও তার রাসূলের হাদীস।

কুরআন-হাদীস কখনো বিশুদ্ধ আকল অর্থাৎ সহজাত বিবেক এবং যুক্তির বিপরীত হয় না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের জন্য সৃষ্টি করছেন দুনিয়া এবং এর

আনুষাঙ্গিক উপাদান। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারি। আবার মানুষ হিসেবে আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে চূড়ান্ত জ্ঞানের পথ দেখাতে আল্লাহ তাআলা নবী রাসূলের মাধ্যমে আমাদের নিকট ওহী প্রেরণ করেন। তাই মাধ্যম ভিন্ন হলেও উভয় জ্ঞানের উৎস একই। সুস্পষ্ট যুক্তি বা আকল এবং কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ ভাষ্যের মাঝে বৈপরীত্য অসম্ভব। যদি আকল বা যুক্তি কুরআন সুন্নাহের সুস্পষ্ট ভাষ্যের বিপরীত হয় তবে সে আকল অশুদ্ধ অর্থাৎ অপযুক্তি বা মিথ্যাসংশয় যা বিশুদ্ধ আকল বা যুক্তি দ্বারা খণ্ডনযোগ্য।

এ বিষয়ে ইবন তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যা সুস্পষ্ট যুক্তি বা আকলের মাধ্যমে জানা যাবে তা কখনো শরিয়ত বিরোধী হওয়ার ধারণা করা যায় না। বরং কুরআন-সুন্নাহের বিশুদ্ধ ভাষ্য কখনো সুস্পষ্ট আকলের বিরোধী হয় না। মানুষ যেসব বিষয়ে সাধারণত ঝগড়া করে থাকে সেসব নিয়ে আমি চিন্তা করে দেখেছি, তাতে দেখলাম, যা কিছু কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ভাষ্যের বিরোধী বলে মনে করা হয় তা মূলত কিছু নষ্ট সন্দেহ, যা বাতিল বলে আকল বা যুক্তি নিজেই সাক্ষ্য দেয়। বরং আকল দিয়ে জানা যায় যে, এর বিপরীতটি, যা কুরআন-সুন্নাহর পক্ষে যায় সেটিই সঠিক। আমি আরও দেখেছি, যা সুস্পষ্ট যুক্তি বা আকলের বিরোধী, কুরআন-সুন্নাহর কোনো ভাষ্য কখনও তার বিরোধিতা করেনি। বরং যেসব হাদীসের ভাষ্য যুক্তি বা আকলের বিরোধী হয়েছে বলা হয় তা হয় বানোয়াট হাদীস, না হয় তার দাবি এমন দুর্বল যে তা স্পষ্ট আকলের বিরোধী না হলেও দলীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, তাহলে সেটা স্পষ্ট আকলের বিরুদ্ধে কীভাবে দলীল হবে?"[৭৫]

তিনি আরও বলেন, "সুতরাং যমীনের বুকে এমন কোনো একটি হাদীস দেখা যায়নি যা যুক্তির বিরোধী অথবা বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী, যদি এমনটি দেখা যায় তবে তা আলেমগণের নিকটই হয় দুর্বল বলে বিবেচিত অথবা বানোয়াট।"[৭৬]

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, "যখনই কেউ তার আকল দিয়ে ওহীর বিরোধিতা করেছে তখনই আল্লাহ তার জন্য তার আকলকে নষ্ট করে দিয়েছেন; ফলে সে এমন কথা বলতে আরম্ভ করবে যা শুনলে বিবেকবানরা হাঁসতে বাধ্য হবে।"[৭৭]

খবরে আহাদ

আহলে কুরআনদের হাদীস অস্বীকারের আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে খবরে আহাদ বর্জন। রাবিদের সংখার দিক থেকে হাদীস দুই ধরণের। প্রথমটি হচ্ছে মুহাওয়াতির হাদীস অর্থাৎ যে হাদীসের সনদে এতো অধিক পরিমাণে রাবি আছে যে তাদের সবার মিথ্যা বলা অসম্ভব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে খবরে আহাদ অর্থাৎ যে হাদীসের সনদে কোন পর্যায়ে শুধুমাত্র এক-দুইজন রাবি থেকে বর্ণীত হয়েছে। হাদীস সহীহ হওয়ার পরও শুধুমাত্র রাবির সংখ্যা বিবেচনায় হাদীস অস্বীকারের মতো হাস্যকর মূলনীতি শুরুমাত্র আহলে কুরআনদের দ্বারাই সম্ভব।

কুরআন এবং হাদীস থেকে খবরে আহাদের প্রমান

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

“হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ,” [সূরা হুজরাত, আয়াত: ৬]

আল্লাহ তাআলা বললেননি যে মাত্র একটা ব্যক্তি তাও আবার ফাসিক, তার সংবাদ নেয়ার দরকার নেই। বরং তিনি বলেছেন যাচাই করে তা গ্রহন করতে।

তিনি আরও বলেন,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“আর নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এসে বলল, ‘হে মূসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। কাজেই তুমি বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার কল্যাণকামী।’ তখন তিনি ভীত সতর্ক অবস্থায় সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং বললেন, ‘হে আমার রব! আপনি যালিম সম্পপ্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন’।” [সূরা কাসাস, আয়াত: ২০-২১]

একক সাক্ষির নিকট হতে সংবাদ শুনে মুসা আলাইহিস সালাম তা গ্রহন করেছেন। এমনকি সুলাইমান আলাইহিস সালাম তো একটি পাখির থেকে সংবাদ গ্রহন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

"কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল, 'আপনি যা জ্ঞানে পরিবেষ্টন করতে পারেননি আমি তা পরিবেষ্টন করেছি এবং 'সাবা' হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি'।" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ২২]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ أَلا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ في سكك المدينة.

"আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি আবু তুলহার বাড়ীতে মানুষজনকে মদ পান করাচ্ছিলাম, ইতিমধ্যেই একজন আগমনকারী ঘোষণা দিল, সাবধান! মদ হারাম করা হয়েছে।' তখন আবু ত্বলহা আমাকে বললেন বের হও। এবং মদের মটকা গুলো ভেঙ্গে দাও! আমি বের হলাম এবং তা ভেঙ্গে দিলাম। অতঃপর তা মদীনার অলি-গলিতে প্রবাহিত হল।"[৭৮]

সাহাবীরা মাত্র একজনের নিকট হতে মদ হারাম হওয়ার সংবাদ পেয়ে বাকি সবাই তৎক্ষণাৎ মদের মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'মানুষ কুবায় ফজরের ছালাত আদায় করছিল। ইতিমধ্যেই একজন এসে বলল, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আজ রাতে কুরাআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাবার দিকে মুখ ফিরে ছালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তোমরা ক্বিবলা মুখী হও!' মুসল্লীদের মুখমন্ডলী সিরিয়ামুখী ছিল সাথে সাথে তারা কাবার দিকে ফিরে গেল।[৭৯]

একজনের নিকট হতে সংবাদ পেয়ে সাহাবীরা সালাতরত অবস্থায় কিবলা পরিবর্তন করলেন। এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় অনেকবার একক সাহাবীদের মদিনায় ইসলাম শিক্ষা দিতে, আরবের অন্যান্য স্থানে এবং আরবের বাইরের রাজা বাদশাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছিলেন।

এ থেকেই বুঝা যায় যে হাদীস গ্রহনের ক্ষেত্রে রাবীর সংখার থেকে তার বিশ্বস্ততা এবং গ্রহনযোগ্যতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আহলে কুরআন বা হাদীস অস্বীকারকারীদের বিধান

কুরআনের সঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসও আমাদের দেওয়া হয়েছে, আজ এই হাদীস যারা অস্বীকার করে তারা মূলত কুরআন অস্বীকার করে। কারণ, আমরা কুরআন আমরা যে উৎস থেকে পেয়েছি, হাদীসও একই উৎস থেকে পেয়েছি। তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআতের সর্বসম্মত মতানুযায়ী আহলে কুরআন বা হাদীস অস্বীকারকারীরা কাফির।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

"সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি ঔদাসীন্য ও বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।"[৮০]

তিনি আরও বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ

"যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ তাআলারই নাফরমানী করল।"[৮১]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাদীস অস্বীকারকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।"[৮২]

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসকে অস্বীকার করল, সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিপতিত হলো।"[৮৩]

তাবেয়ী আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী বলেন, "যদি কোন ব্যক্তিকে তুমি হাদীস শোনাও এবং সে বলে এসব ছাড়ো, আমাদেরকে কুরআন থেকে শোনাও, তবে জেনে রেখ সে একজন পথভ্রষ্ট।"[৮৪]

ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ বলেন, "যে ব্যক্তির নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন হাদীস পৌঁছেছে যাকে সে সত্য বলে স্বীকার করেছে, অতঃপর প্রকাশ্যে তা পরিত্যাগ করেছে, সে কাফের।"[৮৫]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব। তার অর্থ আমরা বুঝি আর না বুঝি। কেননা তিনি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত ব্যক্তি। কিতাব

ও সুন্নাহে যা কিছু তিনি নিয়ে এসেছেন প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব, যদিও সে তার অর্থ না বোঝে। এটাই সালাফে ছালেহীন এবং ইমামগণের ঐক্যমত দ্বারা সাব্যস্ত।"[৮৬]

তিনি আরও বলেন, "যারা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা অপরিহার্য নয়, তারা কাফির, তাদের হত্যা করা অপরিহার্য।"[৮৭]

ইমাম সুয়ূত্বী বলেন, "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন ভাষ্য বা কর্মগত হাদীস অস্বীকার করে এবং সে জানে যে হাদীস হলো ইসলামের মৌলিক দলীল, সে ব্যক্তি কুফরী করল এবং ইসলামের গন্ডী থেকে বেরিয়ে গেল এবং তার হাশর হবে ইহূদী এবং নাছারাদের সাথে অথবা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাফের দলের সাথে।"[৮৮]

ইমাম আল-বারবাহারী বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের ব্যাপারে কটূক্তি করবে, তখন তার ইসলামের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হবে। কেননা সে নিকৃষ্ট বক্তব্য এবং নিকৃষ্ট পথের অনুসারী। সে মূলতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের উপরই কটূক্তি করেছে।"[৮৯]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত অস্বীকার করে, সে যেন পুরো কিতাবকেই অস্বীকার করে। যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন একটি হাদীসকে অস্বীকার করে, সে যেন পুরো হাদীস সম্ভারকেই অস্বীকার করে।"[৯০]

ইমাম ইবনু দাক্বীক্ব আল-ঈদ রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস প্রমাণিত হওয়ার পরেও যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারা স্পষ্ট কাফির।"[৯১]

ইবনু হাযম বলেন, "কোন মুসলিম যে তাওহীদকে স্বীকৃতি দিয়েছে তার পক্ষে বিতর্কের সময় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাতে যা পেয়েছে তা অস্বীকার করারও কোন সুযোগ নেই। যদি সে তার নিকট দলীল স্পষ্ট হওয়ার পরও অস্বীকার করে তবে সে ফাসিক। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর হুকুম থেকে বেরিয়ে যাওয়া হালাল মনে করে এবং এ দু'টির যে কোন একটির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে, সে কাফির। এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।"[৯২]

তিনি আরও বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি বলে যে কুরআনে যা পাব তা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করব না, তবে সে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে কাফির।"[৯৩]

শাত্বেবী বলেন, "একটি দল রয়েছে যারা কেবলমাত্র কুরআনকে যথেষ্ট মনে করে, তারা চরম দুর্ভাগা। তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত থেকে বহির্ভূত।"[৯৪]

ইবনু ওয়াযীর বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস প্রমাণিত হওয়ার পরও যারা তা অস্বীকার করে, তারা সুস্পষ্ট কাফের।"[৯৫]

শায়খ আবূ বাকর আল-আজুর্রী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আলিমগণ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের মধ্যে যে সমস্ত বিধানকে ফরয করেছেন, তার পদ্ধতি ও নিয়ম-কানূন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ছাড়া উপলব্ধি করা অসম্ভব। আর যারা এর বিপরীত বলবে, অর্থাৎ যারা বলবে যে, সুন্নাত ছাড়াও ইসলাম মানা সম্ভব তারা কাফির। তারা ইসলামী দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নাস্তিকদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে'।"[৯৬]

শাওকানী বলেন, "নিশ্চয়ই পবিত্র সুন্নাহর প্রামাণিকতা এবং শরীয়তের আহকাম প্রণয়নে তাঁর একচ্ছত্র দ্বীনের অবধারিত জ্ঞান। এ বিষয়ে কেউই মতভেদ করে না, ইসলাম থেকে বহির্ভূত ব্যক্তি ব্যতীত।"[৯৭]

ইবনুল আরাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোন ব্যক্তি বা ইমামের কথায় একটি আয়াত কিংবা একটি সহীহ হাদীসও বর্জন করা জায়েয নয়। যে বর্জন করবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট হবে এবং আল্লাহর দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।"[৯৮]

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কেউ যদি একটি হাদীসও বর্জন করে তবে আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী বলতেন, সে কাফের হয়ে যাবে।"[৯৯]

শায়খ বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যারা সুন্নাতকে অস্বীকার করে তারা কাফির ও স্বধর্মত্যাগী। কেননা সুন্নাতকে অস্বীকার করা কুরআনকে অস্বীকার করার নামান্তর। যে কিতাব ও সুন্নাতকে অথবা এর কোন একটিকে অস্বীকার করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। অবশ্যই তাকে এ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা দরকার।"[১০০]

সউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি বলেন, "যারা সুন্নাত অনুযায়ী আমাল করাকে অস্বীকার করে তারা কাফির।"[১০১]

'আহলে কুরআন' ফিতনা মোকাবেলায় আলেমদের ভুমিকা

শিয়া-খারেজী থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত মুসলিম সমাজে অসংখ্য ফিরকার উদ্ভব হয়েছে। তা সত্তেও আল্লাহ তাআলা নবীগণের ওয়ারিছ উম্মতের আলেম-উলামাদের হাতে তার দ্বীনকে জমিনের বুকে সংরক্ষণ করেছেন। আলেমগণ সকল বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলামের বিশুদ্ধ ইমান-আকিদা ও মানহাজ সংরক্ষণ করেছেন এবং ভবিষতেও করবেন। হাদীস অস্বীকারের ফিতনা, হাদীসের প্রামান্যতা ও হাদীস সংরক্ষণ বিষয়ে উম্মতের আলেমগণ যে পরিমাণ কিতাব রচনা করেছেন তাতে কয়েকটা লাইব্রেরি ভরে ফেলা সম্ভব। এর মধ্য থেকে কয়েকটি উখিত-

- এবিষয়ে সবচাইতে প্রাচীর কিতাব, 'কিতাবুর রিসালা', ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ
- ড. মুস্তফা সিবায়ী রহিমাহুল্লাহ, السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي
- ড. আবদুর রাযযাক হামযা, ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية
- শায়খ আবদুর রহমান ইবনে ইয়াহইয়া আলমুয়াল্লিমী লিখিত الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة
- 'হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ', শায়খ আবদুল গনী আবদুল খালেক
- মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী, نصرة الحديث في الرد على منكري الحديث
- ড. মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, دفاع عن السنة
- মুহাম্মাদ আব্দুল হাই কাত্তানী রহিমাহুল্লাহ, ابتداء التدوين في صدر الإسلام
- 'আলহাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন', শায়খ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবু যাহু
- 'আসসুন্নাহ কাবলাত তাদবীন', মুহাম্মাদ আজাজ আলখাতীব
- আহমদ আবদুর রহমান আসসুইয়ান, صحائف الصحابة رضي الله عنهم وتدوين السنة المشرفة
- ইমতেয়াজ আহমদ, دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث
- 'আলওসাইকুস সিয়াসিয়্যাহ', ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ
- 'রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী', ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ
- 'আসসুন্নাহ ফী আসরিন নবুওয়াহ' এবং 'আসসুন্নাহ বা'দা আসরিন নুবুওয়াহ', শায়খ আল আহমদী আব্দুল ফাত্তাহ খলীল
- শায়খ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ معرفة النسخ والصحف الحديثية
- 'তাদবীনে হাদীস', মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী
- ড. মুস্তাফা আল-আযমি, دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
- ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه বা الإمام ابن ماجه وكتابه السنن এবং 'ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস', মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহিমাহুল্লাহ

- লাহোর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'মাহনামা মুহাদ্দিস'-এর 'ইনকারে হাদীস' বিষয়ক সংখ্যা

বাংলাদেশে আহলে কুরআন ফিতনা

আধুনিক আহলে কুরআন ফিতনার সুচনার স্থান ভারত। এর প্রভাব বাংলাদেশেও বিদ্যমান। বাংলাদেশে কে বা কাদের মাধ্যমে আহলে কুরআন ফিতনার সুচনা হয় তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ আহলে কুরআনদের মধ্যে রয়েছে—

সজল রোশন: সজল পেশায় একজন মার্কেটিং এক্সপার্ট। মোটিভেশনাল বক্তব্য এবং বইয়ের পাশাপাশি কুরআনের অপব্যাখ্যা এবং রাসূলের হাদীস অস্বীকার ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কটু মন্তব্য করে আলোচনায় আসে। বিখ্যাত আলেম এবং দাঈ আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক-এর তার সাথে ডিবেট[১০২] করে পরাজিত করেন। এরপরও প্রতিনিয়ত ফেসবুক এবং ইউটিউবে এর ভ্রান্তির ধারা চলমান আছে।

ডা. মুহাম্মদ মতিয়ার রহমান: ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত *Quran Research Foundation (QRF)* এর প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান ডা. মতিয়ার রহমানকে বাংলাদেশের আহলে কুরআন ফিরকার নেতা বলা চলে। সরাসরি হাদীস অস্বীকার না করে নিজের যুক্তি ও আকলের সাথে যায় না এমন হাদীস অস্বীকার করে এবং হাদীস গ্রহনের ভ্রান্ত উসূল তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তার প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণার নামে প্রতিনিয়ত হাদীস অস্বীকার ও কুরআনের অপব্যাখ্যায় বিভিন্ন বইয়ের পাশাপাশি কুরআনের ভ্রান্ত অনুবাদ প্রচারিত হয়। যেমন, তাদের কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ 'আল কুরআন-যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসির' বইয়ের তারা সূরা ফীল এর আয়াত "আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান। যারা তাদের উপর শক্ত পোড়ামাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করে।" [সূরা ফীল, আয়াত: ৩-৪]

এর অনুবাদ করেছে, 'আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাকে ঝাকে বিমান প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাদের উপর পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করেছিল।'

হাস্যকর হলেও সত্যি, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অনেক আলেমও এই ফিতনায় পতিত হয়েছেন। যেমন বিখ্যাত দাঈ মুফতি আমির হামজা *Quran Research Foundation (QRF)* এ যোগদান করেন এবং বিভিন্ন মাহফিলে ব্যাপক বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেন। পরবর্তীতে নবী ইউসুফের পাঠশালায় যাওয়ার আগেই তিনি এসকল ভ্রান্ত চিন্তাধারা পরিহার করেন এবং কারাগার হতে মুক্তির পর বিষয়টি পরিষ্কার করেন।

আবু সাঈদ খান: আবু সাঈদ খানের লক্ষ্য বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে হাদীস বাতিলের লক্ষ্যে দপ্তরে দপ্তরে মানুষকে শুধুমাত্র কুরআন মানার দাওয়াত দিয়ে বেড়ায়। বইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সভা সেমিনার এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে 'কুরআন পাঠক সম্মেলন'-এর নামে হাদীস বিরোধী অপপ্রচার চালাচ্ছে। হাদীস অস্বীকারের বিষয়টি গোপন রেখে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাত করে। বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম এবং পীরসাহেব ড. এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী তার সাথে আলোচনায়[১০৩] যুক্ত হন। উক্ত আলোচনায় কুরআনের কোথাও সরাসরি কুকুরের মাংস খাওয়ার নিষেধ না থাকায় ড. আব্বাসী তাকে কুকুরের মাংস খাওয়ার প্রস্তাব দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে।

ড. তাজ হাশমী: কানাডা প্রবাসী ড. তাজ হাশমী বাংলাদেশে আহলে কুরআন ফিরকার নীরব প্রচারক। প্রবাস থেকেই লেখা ও ভিডিওর মাধ্যমে তিনি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ড. এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী লাইভ ডিবেটে তাকে পরাজিত করে।[১০৪]

অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক: রাজশাহীতে একটা মসজিদের খতীব এবং একটি মাদরাসার অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক তার হাদীস অস্বীকারের বিষয়টি স্বীকার না করলেও তার লেখা দশ খণ্ডের তাফসীর 'আত তাফসীরুল ওয়াফি'-সহ, তার খুতবা এবং ওয়াজ মাহফিলের বক্তব্য থেকে হাদীস অস্বীকারের বিষয়টি স্পষ্ট।

মুরাদ বিন আমজাদ: আহলে হাদীস আলেম মুরাদ বিন আমজাদ হাদীস অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বাহাস করতে করতে এখন নিজেই হাদীস অস্বীকারকারী। আলেম অবস্থায় তাবলীগ জামাতেরও বিরোধিতা করতেন। এখন আবু সাঈদ খানের কুরআন পাঠক সম্মেলনে তাকে দেখা যায়।

মেজর জাকারিয়া কামাল: *Academy of Scientific Tafsir of Al Quran (ASTAQ)* এর চেয়ারম্যান। কুরআন এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়ে লিখতেন। ইসলামি ফাউন্ডেশন থেকে 'মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য' নামে বই প্রকাশিত হয়েছিল। এখন ইউটিউবে সিগারেট খেতে খেতে কুরআনের তাফসির করে। ওয়েবসাইটে তিন খণ্ডে 'Scientific Tafsir of the Quran' নামক তাফসির প্রকাশিত আছে যার পুরোটাই মনগড়া এবং ভিত্তিহীন।

আক্কাস আলী: এই লোক বাংলাদেশে প্রথম 'কুরআনের আলোকে সালাত' নামে মনগড়া সালাত আবিস্কার করে।

এছাড়াও আছে হাসান মাহমুদ, মেজর আহমদ আলী, পান্না চৌধুরী, মো: আমিরুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান যশোরী প্রমুখ। বাংলাদেশে পাকিস্তানের কুখ্যাত হাদীস অস্বীকারকারী জাবেদ আহমাদ গামিদি-এর অনুসারীরাও আছে।

এদের মোকাবেলায় বাংলাদেশের আলেম-উমালা এবং দাঈ ভাইয়েরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন।

হাদীস অস্বীকারের ফিতনার মোকাবেলায় বাংলা ভাষার কিছু মৌলিক এবং অনুবাদ গ্রন্থ:

- ইসলামে হাদীসের মর্যাদা ও প্রামাণিকতা - ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
- আমরা হাদীস মানতে বাধ্য - আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
- সুন্নাহ ও প্রাচ্যবাদ (দুই খণ্ড) - ড. মুসতাফা আস সিবায়ী
- হাদীসের প্রামাণ্যতা - শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
- প্রিন্সিপলস অব হাদীস - শাইখ আব্দুল্লাহ মারুফী
- হাদীসের নামে জালিয়াতী - ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. এর সুন্নাহর উপর আমলের আবশ্যকতা আর তার অস্বীকারকারীর কাফের হওয়া - শায়খ আব্দুল আযিয বিন বায
- হাদীস অস্বীকারকারীদের সংশয় নিরসন - ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- হাদীস কেন মানতে হবে - কামাল আহমাদ
- হাদীস সংকলনের ইতিহাস - শাইখ ড. মুস্তফা আল-আযমি
- হাদীস সংকলনের ইতিহাস - মওলানা আব্দুর রহীম রহিমাহুল্লাহ
- হাদীস মানতেই হবে - শাইখ ইমদাদুল হক
- কুরআন মানতে হলে হাদীস মানতেই হবে - মাওলানা আব্দুল হাকীম
- হাদীসের প্রমাণিকতা - মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- হাদীসের প্রামাণিকতা - সানাউল্লাহ নজির আহমদ
- হাদীস কি আল্লাহর অহী - মুহাম্মদ ইকবাল ফাখরুল
- হাদীস নিয়ে বিভ্রান্তি - ড. আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম

এছাড়া মাসিক আলকাউসার পত্রিকার মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ-র লেখাসহ[১০৫] আহলে হক্ক মিডিয়া[১০৬], মাসিক আত-তাহরীক[১০৭], মাসিক আল-ইখলাস[১০৮], বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস[১০৯] ইত্যাদি ওয়াবসাইটে আহলে কুরআন বিষয়ে একাধিক আর্টিকেল বিদ্যমান।

Risalatul Islam BD থেকে 'হাদীস অস্বীকারের ফেতনা' শিরোনামে ভিডিও সিরিজ[১১০], *Talk Session* আয়োজিত 'হাদীস অস্বীকারের ফিতনা-আকিদা ও ইতিহাস পর্যালোচনা' শিরোনামে সেমিনার[১১১], ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব হাফিযাহুল্লাহ দুই পর্বে 'আহলে কুরআন'এর খণ্ডনমূলক বক্তব্যের[১১২] পাশাপাশি, শায়েখ আহমাদুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ[১১৩], ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ[১১৪], আলী হাসান উসামা হাফিযাহুল্লাহ[১১৫], আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক হাফিযাহুল্লাহ[১১৬], ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া হাফিযাহুল্লাহ[১১৭], ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী[১১৮], মুফতি মুহাম্মাদ আলী হাফিযাহুল্লাহ[১১৯], শাইখ মতিউর রহমান মাদানী হাফিযাহুল্লাহ[১২০], শায়খ হাফেয আখতার মাদানী হাফিযাহুল্লাহ[১২১], ড. মোহাম্মাদ ইমাম হোসাইন হাফিযাহুল্লাহ[১২২], শাইখ শহীদুল্লাহ খান মাদানী[১২৩], মাহমুদ বিন ক্বাসিম হাফিযাহুল্লাহ[১২৪] প্রমুখ আলেমদের খুতবা এবং লেকচার ইন্টারনেটে বিদ্যমান। এ সবগুলোর লিংক তথ্যসূত্রে দেয়া আছে।

উপসংহার

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ تَلَا (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

''রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে মাটিতে একটি রেখা টানলেন। সে রেখার উপর হাত রেখে বললেন, এটি হল আল্লাহর পথ। অতঃপর সে রেখার ডানে ও বামে আরো অনেক গুলো রেখা অঙ্কন করে বললেন, এ সবগুলোই পথ। তবে এ সব পথের মাথায় একটি করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। সে সদাসর্বদা মানুষকে ঐ পথের দিকে আহবান করছে।[১২৫] একথা বলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

''এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করনা। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপদগামী করে দিবে''। [সূরা আন'আম, আয়াত: ১৫৩]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলে শয়তানের পথগুলো ত্যাগ করে সিরাতে মুস্তাকিমের অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র

[১] ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২১৫; সহীহুল জামে, হাদীস নং ২১৬৫; সহীহ আত-তারগীব, হাদীস নং ১৪৩২

[২] মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২২৭৯; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৭৯৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৫

[৩] ফায়যুল কাদীর, হাদীস নং ২৭৬৮, ৩/৬৭

[৪] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৪

[৫] তিরমিযী, ইলম অধ্যায়, হাদীস নং ২৬৬৪; আবু দাউদ, সুন্নাহ অধ্যায়, হাদীস, নং ৪৬০৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১২; আহমাদ (১৩২/৪); দারেমী, হাদীস নং ৫৮৬

[৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৬২

[৭] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭১৭৪

[৮] আল-হাইদাহ ওয়াল ইতিযার, পৃ. ৬৯

[৯] ইলামুল মুওয়াকেঈন (১/৩৯)

[১০] তাফসীরে কুরতুবী; তাফসীরে সাদী

[১১] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১২

[১২] সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৯৭

[১৩] আবু দাউদ ৩৬৬০

[১৪] মাসায়িলুল ইমাম আহমদ, পৃষ্ঠা ২৫

[১৫] ইবন হাযম, আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম (২/২০১)

[১৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৮

[১৭] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩৪২

[১৮] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ২০৪৮৪

[১৯] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৪৬

[২০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৩

[২১] বুখারী, হাদীস নং ২৪৩৪

[২২] বুখারী, হাদীস নং ১৪৫৪

[২৩] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৪২

[২৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৮৯।

[২৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১১

[২৬] ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ (৪/২২৬)

[২৭] ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১০; ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ (৫/৮৯)
[২৮] ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ (৪/৩৭০-৩৭৪); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৩/৩৯৪)
[২৯] দারা কুতনী, আস-সুনান (৪/৯৩-৯৪)
[৩০] ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৪/২৩৬-২৩৭); আবু দাউদ, আস-সুনান (১/৩১৪-৩১৫), হাদীস নং ৪৫৬
[৩১] বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায় ২২; মুসলিম, আল-জামেউস সহীহ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২০
[৩২] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯৬; ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাকাত (৭/১৪)
[৩৩] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯২; ইবন আব্দুল বার, জামেউ বায়ানিল ইলম (১/৭২)
[৩৪] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯২; ইবন আব্দুল বার, জামেউ বায়ানিল ইলম (১/৭২)
[৩৫] ইবন সাদ, আত-ত্বাবাক্বাত (৬/১১৬); খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯০
[৩৬] মুকাদ্দিমা মুসলিম ১/১৩
[৩৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬৪
[৩৮] ফাজায়েলে সাহাবা ১৯২৫; দারেমী ৫৯০; হাদীসটি সহীহ
[৩৯] হাদীসটির সনদ হাসান। ফাতহুল বারী ১/১৭৪
[৪০] তাকয়ীদুল ইলম, খত্বীব বাগদাদী ১/১৩৬।
[৪১] ইমাম বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, কিতাবুয যাকাত, বাবু যাকাতিল গানাম (৩/৩১৭), হাদীস নং ১৪৫৪; খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৮৭
[৪২] ইমাম বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, কিতাবুল ইলম (১/২০৪), হাদীস নং ১১১; খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৮৮; ইবন আব্দুল বার, জামেন্ট বায়ানিল ইলম (১/৭১)
[৪৩] জামিউল উলুম, ইবোনু আব্দিল বার ১/২৪৯
[৪৪] জামিউল উলুম, ইবোনু আব্দিল বার ১/২৪৯
[৪৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৬৭৯
[৪৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০০
[৪৭] সহীহ মুসলিম ১/১৫
[৪৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫২
[৪৯] তিরমিজি, হাদীস নং ২৬৫৬

[৫০] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৬১
[৫১] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৬২
[৫২] তিরমিজি, হাদীস নং ২৬৫৬
[৫৩] আস-সুন্নাহ ১/৩৩
[৫৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫২
[৫৫] আল-মুআত্তা ১/১০৮
[৫৬] শারাফু আসহাবিল হাদীস, পৃ. ৪৪
[৫৭] মাওযূআত, ইবনুল-জাওযী, ১/৪৮
[৫৮] মুকাদ্দিমাতু সহীহ মুসলিম (১/১৫)
[৫৯] আবু ইয়ালা আল-কাযওয়ীনী, আল-ইরশাদ ইলা মা'রিফাতি উলামায়িল হাদীস (১/১৯৪)
[৬০] আবু ইয়ালা আল-কাযওয়ীনী, আল-ইরশাদ ইলা মা'রিফাতি উলামায়িল হাদীস (১/১৫৪)
[৬১] মুকাদ্দিমাতু সহীহ মুসলিম (১/১৪)
[৬২] Irenaeus, Against Heresies 3.11.8; The Ante-Nicene Fathers 1:428
[৬৩] মারেফাতু উলুমিল হাদীস, ইমাম হাকিম ১/১১৩; আল-জামি লি আখলাকির-রাবী, খতীব বাগদাদী, হাদীস নং ১৮০১
[৬৪] মাজমুউল ফাতাওয়া (১/৯)
[৬৫] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ১০০
[৬৬] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ১০১
[৬৭] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ১০২-১০৩
[৬৮] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ী
[৬৯] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ১০৭-১০৮
[৭০] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ১০৯
[৭১] খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ১০৫
[৭২] দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং ৫০৪
[৭৩] জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়াফাদ্বলিহী (১/৭৬)
[৭৪] বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, ১ম খন্ড, পৃ. ১০
[৭৫] দারউ তাআরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বল (১/১৪৭)
[৭৬] দারউত তাআরুদ্ব (১/১৫০)
[৭৭] আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালাহ (৩/১০০২)
[৭৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৫৩
[৭৯] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৫৯৩৪

[৮০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪০১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৩৫৩৪

[৮১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৫৭, ৭১৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩৫

[৮২] শারহু উছূলি ইতিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল-জামাআতি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৮

[৮৩] ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ, পৃ. ২৪৯

[৮৪] সুয়ূত্বী, মিফতাহুল জান্নাহ, পৃ. ৩৫

[৮৫] ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ১/৯৯

[৮৬] মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/৪১

[৮৭] আল-ওয়াসিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫

[৮৮] সুয়ূত্বী, মিফতাহুল জান্নাহ, পৃ. ৬

[৮৯] শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৮৯

[৯০] শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ১০১-১০২

[৯১] শারহুল ইলমাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭-১৭৮

[৯২] আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ১/৯৯

[৯৩] আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ২/৮০

[৯৪] আল-মুওয়াফাক্বাত, ৪/৩২৫-৩২৬

[৯৫] আল-আওয়াছিম মিনাল ক্বাওয়াছিম ২/২৭৪

[৯৬] আশ-শারীআহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১২

[৯৭] ইরশাদুল ফুহূল, ১/৯৭

[৯৮] ফতূহাতে মাক্কিয়াহ-এর বরাতে হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃ. ১০২

[৯৯] মুক্ষুল বারী তরজমা সহীহ বুখারী, পৃ. ১২

[১০০] মাজমুউল ফাতাওয়া লিইবনি বায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৩, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-১৭৮

[১০১] ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়িমাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯-২০

[১০২] ডিবেটের লিংক:
https://www.youtube.com/live/wH2RVuMG43U?si=IcQsQEAjy6bldm0q

[১০৩] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=SQSvoNx26bk

[১০৪] ডিবেটের লিংক:
https://youtu.be/bCGM17R8YW0?si=ndUpLoPmSQvKkdh4

[১০৫] https://www.alkawsar.com/bn/article/2719/

[১০৬]
https://ahlehaqmedia.com/tag/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8/
[১০৭] https://at-tahreek.com/article_details/1860
[১০৮] https://ikhlasbd.com/article_details/9381
[১০৯] https://jamiyat.org.bd/hadithrejectors/
[১১০]প্লেলিস্ট লিংক:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGs7B2B7W7V1fxXGVjZj4iTeYoXLCXRcE
[১১১] সেমিনারে রেকর্ডিং:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYiZXbOBh01pfmXYntkGxo8k_tTfQT67V
[১১২] ভিডিও লিংক:
প্রথম পর্ব: https://www.youtube.com/watch?v=CAJWerv14qI
দ্বিতীয় পর্ব: https://www.youtube.com/watch?v=qTgJ11wicc0
[১১৩] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=MGsiwcuDnWE
[১১৪] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=T5NvpTbC4cI
[১১৫] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=V0U9R7D5s2E
[১১৬] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=cFvnOcnmG7s
[১১৭] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=JnCHDsHAbsI
[১১৮] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=SB-86H5iEs4
[১১৯] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=W0ELdgWeBC0
[১২০] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=qbZTpgDznOE
[১২১] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=V3M7_I5KJfA
[১২২] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=BqU3CfTynx4
[১২৩] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=uxlPQrLfLxo
[১২৪] ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=hbBjzmEaQvY
[১২৫] মুসনাদে আহমাদ, ১/৪৬১; মুস্তাদরাকুল হাকেম, ২/৩১৮; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ১৬৬